

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৫১, সোমবার, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩২

বাঙালি অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী

মেয়েরা অভিনয় করবে! তাও শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের মেয়ে! এ যে অসম্ভব! সে যুগে জমিদার এবং অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট গঙ্গাধরপ্রসাদ সাহ্নর মেয়েদের পক্ষে অভিনয়ের জগতে আসা তাই সহজ ছিল না মোটেই। উপরন্তু লেখাপড়ায় ভাল ছিলেন দুই বোনই। তবু অভিনয়ের নেশায় রক্ষণশীলতার আগল ভাঙলেন বড় বোন কঙ্কাবতী, জায়গা করে নিলেন তিরিশের দশকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের নামী অভিনেত্রী হিসেবে। দিদিকে সামনে রেখেই ছোট বোনের পথ চলা। তিনি চন্দ্রাবতী। তবে মঞ্চ নয়, তাঁর স্বপ্ন ছিল চলচ্চিত্র জগৎকে ঘিরে। তাঁর নিজের কথায়, রাতে ঘুমোতে পারি না; স্বপ্নের মধ্যে আসা যাওয়া করে লুপে ভালের অপূর্ব অভিনয়, চার্লি চ্যাপলিনের ভাবে ভরা মুখ, গ্রেটা গার্বোর মহিমায় অভিভাব্য হই। নটক্য নয়;সিনেমা, আমার নিজস্ব জগৎ। বিহারের মজফ্ফরপুরে ১৯০৯ সালের ১৯ অক্টোবর জন্ম চন্দ্রাবতীর। খুব কম বয়সেই কলকাতায় চলে আসেন, ভর্তি হন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে, পরে বাংলা সাহিত্যে স্নাতক হন রেথুন কলেজ থেকে। পড়াশোনার পাশাপাশি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্বাবধানে গান শিখেছেন, পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহসম্পর্কও। সরাসরি নির্বাক ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ আসে বিয়ের সূত্রে। স্বামী বিমল পাল ফিল্ম এবং পত্রিকা জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বামীর সঙ্গে মিলে চন্দ্রাবতী গড়ে তুললেন নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা ‘মুভি পিকচার্স’। এই সংস্থার ব্যানারেই তাঁর প্রথম অভিনয় ‘পিয়ারী’ (১৯২৯) ছবিতে। পরিচালক বিমল পাল, আর প্রযোজক হিসেবে নাম ছিল চন্দ্রাবতীর। সে ক্ষেত্রে বাংলার প্রথম মহিলা চলচ্চিত্র প্রযোজক হিসেবে কৃতিত্বের দাবিও সম্ভবত তাঁরই। চন্দ্রাবতী সিনেমাহলের মালিকানাও নিয়েছিলেন, যে ঘটনা তখনকার বিচারে বিরল। নদিয়া জেলার রানাঘাট টকিজ গড়ে ওঠে ১৯৩৭ সালে, এর মালিক ছিলেন তিনি। ‘বারোস্কোপ’ নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও ছিল চন্দ্রাবতীর। ‘পিয়ারী’ ছবির পর অশোক কুমারের বিপরীতে অভিনয়ের জন্য বহু যাবার সুযোগ এসেছিল। ছবির কাজ শুরু হলেও, কোনও অজানা কারণে আর শেষ হয়নি। চন্দ্রাবতী ফিরে আসেন কলকাতায়। বাংলা সবাক ছবিতে তাঁর আত্মপ্রকাশ এই সময়ই। শিশিরকুমার ভাদুড়ী ‘সীতা’ নাটকের চলচ্চিত্রায়ন করেন বলে ঠিক করলেন। উম্মিলার ভূমিকায় মনোনিীত করলেন চন্দ্রাবতীকে। মেকআপ টেস্ট দিতে নিউ থিয়েটার’ স্টুডিয়োগ এলেন চন্দ্রাবতী; (১৯৩৩)করে দেখেই পছন্দ হয়ে গেল দেবকীকুমার বসুর। তাঁর ‘মীরাবাই’ (১৯৩৩) ছবিতে গায়িকা-নায়িকার ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করলেন চন্দ্রাবতী। অবশ্য শুটবয়ের সময় এক দিকে পরিচালক আর অন্য দিকে সুরকার রাইচাঁদ বড়াল; দুই দিকপালকে খুশি করতে নাজেহাল অবস্থা হত তাঁর। পরের বছর ‘দক্ষযজ্ঞ’ ছবিতে সতী-র চরিত্রে অভিনয় করলেও চিত্রসাংবাদিকদের প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি। প্রমথেশ বড়ুয়ার ‘দেবসাবি’ ছবিতে ব্রহ্মসুখীর ভূমিকায় অভিনয় চন্দ্রাবতীকে অন্যতম নায়িকা প্রতিষ্ঠিত করে। নাচে গানে অভিনয়ে মাতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। স্বয়ং শরচ্চন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন, ‘আমার রচনার চেয়ে অনেক বেশি সতেজ হয়েছে তোমার অভিনয়’। শোনা যায়, ‘পদ্ম’ ছবিতে বিহারীর ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য লেখক নিজেই অনুরোধ করেছিলেন তাঁকে।

স্বাধীনতা সংগ্রামী নৈমলোকা

জেলের অন্ধকারে কটানো জীবনের ৩০টা বছর। চিরকুমার মানুষটি ছিলেন কখনো ‘যোদ্ধা’, কখনো বা ‘গুপ্তচর’। বৃটিশ সরকারের দায়ের করা একের পর এক মামলায় তাঁকে কারাভোগ করতে হয় দফায় দফায়। কখনো হত্যা মামলা, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, কিংবা রাজবাজার বোমা হামলা। এভাবে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০ বছর কারাগারের কাটে। ১৯৫৩ সালে তাঁর লেখা বই ‘জেল তিরিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম’ প্রকাশিত হয়েছিল। এ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, পৃথিবীতে সম্ভবত আমিই রাজনৈতিক আন্দোলন করার কারণে সর্বাধিক সময় জেলখানায় অতিবাহিত করেছি। মাঝখানে দু-এক মাস বিরতি ছাড়া আমি টানা ৩০ বছর জেলখানায় কাটিয়েছি। জীবন যৌবনের ৩০টা বছর কারাগারে কেটে গেলেও তাঁর বিপ্লব ছিল চিরজাগ্রত। জেলে আটকে রেখে তাঁর বিপ্লবী মনোভাবকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। শুধু বিপ্লবীই ছিলেন না, ছিলেন একজন মানববন্দী, দেশপ্রেমিক ও সমাজসংস্কারক। মানুষের জন্য, দেশের জন্য জীবনব্যাপী দুঃসহন্যীর অভ্যাসই সহ্য করেও তিনি নিজেকে কখনো সফল বিপ্লবী বা সফল মানুষ হিসেবে পাঁড় করানোর চেষ্টা করেননি। আর সেজন্যেই তো তিনি ‘মহারাজ’ বিপ্লবী ব্রেন্ডোলকনাথ চক্রবর্তী (মহারাজ) ‘ শোনা যায়, ‘পদ্ম’ ছবিতে নেতাজী সত্যয চন্দ্র বসুর কাছে লেখা চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গেই তিনি রয়ে গেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশ হবার পরদিন্স্তে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। এমনই এক দিনে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে খাবার গ্রহণ করার পরই তার মৃত্যু হয়। পরদিন কলকাতায় আসে তার নিখর দেহ। কেওড়াতলা মহাশ্মশানে আজও তার স্মৃতি সমাধি রয়ে গেছে যা সেনিদের কথা মনে করায় বারংবার। এই ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসা মহান বাঙালির প্রয়াণ দিবস, আমাদের পক্ষ থেকে রইল বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ব্রেন্ডোলকনাথ চক্রবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করলেও তিনি চেয়েছিলেন ধর্মীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে বাংলার বিপ্লবীরা শুধু মাত্র শাসন্ত্র সংগ্রামকে পছন্দ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বহু বিপ্লবীরা শাসন্ত্র সংগ্রামের পথকে পরিহার করে অহিংসা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



সমগ্র ভারতবাসীকে জাগিরত করতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার

ভগিনী নিবেদিতা



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নরেনকে নিয়ে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন। তার ভালোন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মা সাদাও নরেনকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। মা সাদা বলতেন, নরেন আমার প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন নরেনের ভক্তি গীতি

‘নোবেল’ পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হন ওআরএস-এর আবিষ্কারক দিলীপ মহলানবিশ

বিশেষ প্রতিবেদক
দিলীপ মহলানবিশ
কথা উঠতে শুরু করেছিল যে ভারতের একজন বিশ্ব প্রাণবদ্ধ চিকিৎসক এবং আবিষ্কারক দিলীপ মহলানবিশকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। এই কথা যখন উঠতে শুরু করেছিল এবং তা নিয়ে নোবেল কমিটিতে যখন আলোচনা শুরু হয়েছিল তখন এই পৃথিবীর



মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন কলকাতাপ্রেমী দিলীপ মহলানবিশ। তার ফলে তাঁর আর নোবেল পাওয়া যায়নি। মনে রাখতে হবে নোবেল পুরস্কার কিন্তু মরনোত্তর হয় না। কিন্তু ভারত সুরকার এবারের সেই মানবতার পুরস্কার আবিষ্কার চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশকে ‘ পদ্মবিভূষণ ’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যা দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সম্মান। তিনি ও আর এসের সাহায্যে বাংলাদেশের বিপুল কলোয়্য আক্রান্ত শরণার্থীদের জীবনকে রক্ষা করেছিলেন। বাংলাদেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানে সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশ সীমান্তপার হয়ে বনগাঁ অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি এসে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে কলোরা মহামারি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে রক্ষা করতে চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশ আবিষ্কার করে ফেলেন ওআরএস। নুন চিনির জলের বিকল্প পানীয় যা খেলে পেটের ব্যথা থেকে শুরু করে কলোরা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। বাঙালি চিকিৎসক বিজ্ঞানী যখন এই ওআরএস আবিষ্কার করেছিলেন তখন কিন্তু সেই ওষুধকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হ স্বীকৃতি দেয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হ স্বীকৃতি দিলে তিনি কিন্তু ওআরএস প্রয়োগ করতে পিছু পা হননি। তিনি সেই সময়ে সীমান্ত এলাকা ঘুরে

স্বীকৃতি দেয়।

আজকে উত্তর গোলাার্ধ থেকে শুরু করে দক্ষিণ গোলাার্ধে প্রতিটি মানুষ ওআরএস ব্যবহার করছে। প্রচারের আলোয় দিলীপ মহলানবিশ থাকেননি। কিন্তু ভারত সরকার তাঁকে খুঁজে বের করেছে এবং যোগ্য সম্মান দিয়ে ভূষিত করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে সম্মান দিয়েছে। বারবার প্রচারবিষয় দিলীপ মহলানবিশকে পদ্মবিভূষণ বেছে নেওয়ারতে আজ বাংলা খুবই গর্বিত। এবারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে টোটা ভাষা ভাষার সংরক্ষক ধনীরাম টোটো সারিন্দা বাদক মঙ্গলাকান্তি রায়ও প্রচারের আলোতে ছিলেন না। তাঁরাও এবারে পদ্মশ্রী পাচ্ছেন। দুইজনই উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির মানুষ। ধনীরাম টোটো ভাষাবিদ না হলে তিনি টোটো ভাষাকে সুরক্ষিত করতে লিপি তৈরি করেছেন। আর মঙ্গলাকান্তি রায় সারিন্দা বাদ্যযন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখে তা থেকে পাখির ডাক বাজিয়ে চলেছেন। তিনি পাখির ডাকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বহু অজানা পাখির ডাক তাঁর সারিন্দা বাদ্যযন্ত্র থেকে আলাও শুনতে পাওয়া যায়। আন্দামানে জারোয়া জনজাতির সঙ্গে কাজ করার জন্য চিকিৎসক রতনচন্দ্র সেনকে পদ্মশ্রী দেয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হ স্বীকৃতি দিলে তিনি কিন্তু ওআরএস প্রয়োগ করতে পিছু পা হননি। তিনি সেই সময়ে সীমান্ত এলাকা ঘুরে

করলে জারোয়াদের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। পশ্চিমবঙ্গের নকশী কাঁথার শিল্পী প্রীতিকণা গোস্বামীকে পদ্মশ্রী দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। নকশী কাঁথা লোক শিল্পের একটি অংশ। বাংলায় নকশী কাঁথা শিল্পের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। লোক শিল্পের অঙ্গ হিসাবে এই নকশী কাঁথা গড়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ির ধনীরাম টোটো বাংলায় একটি উপন্যাস লিখেছেন তার নাম ‘দয়ামায়া নদীর তীরে’। এই উপন্যাসে প্রথম টোটো জনজাতির কথা তুলে ধরা হয়। তাঁর মাধ্যমিকের পর আর পড়াশুনা হয়নি। টোটো ভাষার ইয়াওয়া বর্ণমালা তিনি তৈরি করেছেন।

পেটের রোগ হলে তার থেকে রেহাই পেতে গেলে একটি মএ উপায় হচ্ছে ঘড়ি ধরে ক্রমাগত ওআরএস খাওয়ানো। নুন চিনির জল। এই জল খাওয়ালে প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব তা হতেনাতে প্রমাণ দিয়েছিলেন দিলীপ মহলানবিশ। সিসেলি ইউলিয়াম এর কর্মকাণ্ড ইতিহাস খুবই উজ্জ্বল ছিল কুইন এলিজাবেথ হাসপিটালের ইতিহাসের পাতায়। তারপরে যে নাম এসে উপস্থিত হয়ে তিনি হলেন দিলীপ মহলানবিশ। সিসেলি কাজ করেছেন যানাতে। আর দিলীপ মহলানবিশ কাজ করেছেন বাংলায়। উন্নয়নশীল দেশে উভয়ই কাজ করেছেন উন্নতির জন্য। স্বাস্থ্যকে জীবনকে সুরক্ষিত করার উপায় পদ্ধতি বের করেছেন। নুন চিনি মিশ্রিত জল খাইয়ে ১৯৭১ সালে বনগাঁ উন্নয়ন শিবিরে মৃত্যুহার কমিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। স্যালাইন যেখানে কল পড়তে শুরু করে দিয়েছিল সেখানে দিলীপ মহলানবিশ ওআরএসকে ব্যবহার করেছেন। কাতরে কাতরে লোক কলোয়্য আক্রান্ত হচ্ছিল। স্যালাইন এত কোথায় পাওয়া যাবে? স্যালাইনের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। দিলীপ মহলানবিশ বিকল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেললেন। স্যালাইন ছাড়া তিনি মানুষকে জীবনকে রক্ষা করতে লাগলেন ওআরএস দিয়ে। যখন তিনি ওআরএস দিয়ে জীবনকে রক্ষা করার রতী তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হ একতাকে সন্তোষিত হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রতিনিধি পাঠালো বনগাঁ সীমান্তে। এই প্রতিনিধি দল এসে লক্ষ্য করলেন যে দিলীপ মহলানবিশ অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি কলোরা হাত থেকে শরনাার্থীদের রক্ষা করগতৈ পরেছেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তাদের বুকেটানে লিখল, জনস্বাস্থ্যে একটি ধ্রুপদী অনুশীলন শুরু হয়েছে যেখানে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটেছে দ্বিধা

হ্রদুকে দূর করে জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে। আন্তর্জাতিক জার্নাল ‘দ্য লানসেট’ ওআরএসকে স্বীকৃতি দিল। সেখানে বলা হল বিংশ শতাব্দীর সেরা আবিষ্কার হচ্ছে ওআরএস। উন্নত দেশগুলিকে এর গ্রহণ যোগাত্য তখনও গড়ে ওঠেনি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এর ব্যবহার ব্যাপক হারে হতে শুরু করে দিয়েছিল। তার একটি মাত্র কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বেশি করে পেটের রোগ দেখা দিত। সেই রোগের হাত সেটা পরীক্ষিত। পরে উন্নত দেশগুলিও এই ওআরএসকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করলো। কলকাতার হপকিন্স ইউনিভার্সিটি ইন্টারন্যাশনাল সেনচার ফর মেডিক্যাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে কাজ করেছেন ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশ ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত। এখানে কাজ করা কালীন তিনি এই ওষু্ধ আবিষ্কার করার কথা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে ছিলেন। পেটের রোগী ভর্তি হলেই তিনি নুন চিনি মিশ্রিত জল পান করতেছেন রোগীকে। তার ফলাফল তিনি একটি খাতায় লিপিব্ধ করে রাখতেন। প্রথম দিনের রোগীরা অবস্থা কীরকম ছিল এবং তারপরে কীরকম অবস্থা হল তা লিখিত আকারে রেখে দিতেন। সেইগুলির ওপরে ঘনঘন চোখ বুলিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যদি নুন চিনি মিশ্রিত জল আবিষ্কার করা যায় তাহলে কিন্তু কলোরা রোগের হাত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে। তিনি লিখেছেন রিহাইড্রেশন থেরাপি ইন ডায়ারিয়া। যা স্থান পেয়েছিল থার্ড নোবেল কমফার্সেলে।

১৯৮৩ সালে দিলীপ মহলানবিশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ডায়ারিয়াল ডিভেঞ্জেস কন্ট্রোল গ্রোথামের সদস্য কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন পাঁচ বছর। জল-নুন-চিনি মিশ্রণের কার্যকারিতা বিজ্ঞানের নিম্নম মেনে পরীক্ষা করে প্রমাণ করার দিকে তিনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন এবং সেই কাজে তিনি সফলতা লাভ করেন। সেই সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাক্তার ধীমান বড়ুয়া এবং মাইকেল মারসন এর কাজে অভিজ্ঞতা তাঁকে সমৃদ্ধ করেছিল। মাইকে মারসনের বক্তব্যকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন ডায়ারিয়াল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে একজন গবেষণায় লব্ধ শিশু চিকিৎসক খুবই প্রয়োজন।

ভারতের পাহাড় এখন মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হচ্ছে

ভারতের পাহাড় এখন মৃত্যুফাঁদে পরিণত হচ্ছে। ভারতের পাহাড়ি অঞ্চল একসময় প্রকৃতিপ্রেমী, অভিবাত্রী ও শান্তি খোঁজার মানুষদের কাছে ছিল স্বর্গতুল্য। হিমালয়ের তুষারাবৃত শৃঙ্গ থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবুজে মোড়া উপত্যকা, পশ্চিমঘাটের জীববৈচিত্র্যে ভরা অরণ্য;সব মিলিয়ে পাহাড় ছিল জীবনের এক অন্য মাত্রা। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই স্থগ্নিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পেছনে লুকিয়ে পড়েছে এক ভয়ঙ্কর বাস্তবতা;পাহাড় এখন মৃত্যুফাঁদে পরিণত হচ্ছে। ভূমিস্ধস, আকস্মিক বন্যা, মেঘভাঙা বৃষ্টি, সড়ক দুর্ঘটনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পাহাড়ি অঞ্চলের বিপদ দ্রুত বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের অযাচিত হস্তক্ষেপ, অপরিবর্তিত উন্নয়ন ও অবহেলার মিশ্রণ, যা পরিস্থিতিকে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলছে। পাহাড়ি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগের অন্যতম প্রধান কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। হিমালয় অঞ্চল পৃথিবীর অন্যতম সংবেদনশীল ইকোসিস্টেম, যেখানে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর প্রভাব তুলনা মূলকভাবে দ্রুত পড়ছে। গড়া তামাত্রা বায়ায় হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে নদীর প্রবাহ অনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বর্ষার প্যাটার্নও বদলে যাচ্ছে;আগের তুলনায় স্বল্প সময় বেশি বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যা ভূমিস্ধস ও বন্যার আশঙ্কা বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো ঘটনাগুলি এখন অনেক বেশি ঘন ঘন ঘটছে, এবং তা এমন জায়গায় ঘটছে যেখানে আগে কখনও এমন অভিজ্ঞতা ছিল না। এর সঙ্গে মানুষের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। পাহাড়ি অঞ্চলে পটটনের প্রসার, নতুন নতুন হোটেল, রিসর্ট ও সড়ক নির্মাণ প্রকৃতির স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট করছে। পাহাড় কেটে সড়ক বানানো, নদীর ধারে হোটেল নির্মাণ, জঙ্গল ধ্বংস;সবই মাটি ও শিলাস্তরের স্থায়িত্ব কমিয়ে দিচ্ছে। হিমালয় মূলত নবীন পর্বতমালা, যা ভৌগোলিকভাবে অস্থির; সেখানে এই ধরনের অবকাঠামো গত চাপ পাহাড়ের গঠনকে আরও দুর্বল করে তুলছে। উত্তরাঞ্চ ও, হিমাচল প্রদেশ, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ;সব জায়গাতেই এই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।

সাম্প্রতি উত্তরাঞ্চ ও সিকিমে যেভাবে বন্যা ও ভূমিস্ধসে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে, তা এই সংকটের ভয়াবহতা স্পষ্ট করে। সিকিমের তিত্তা নদীর হঠাৎ জলস্তর দেশের মাঝের মানুষকে প্রতিবাদী বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ক্ষুদ্রি়াম বসু যে আদর্শ ও বিশ্বাসে জাতিকে জাগাতে চেয়েছিলেন, তার কানাকড়ি আজ ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন নেই, তেমন সরকারেরও নেই। মাত্র ১১৬ বছরের মধ্যে জাতির এহেন অধঃপতন সত্যি আজ আমাদের কষ্ট দেয়। তবু ক্ষুদ্রি়াম বসুর আত্মবলিদান দিবসে আমাদের শিহরিত করে বাকুড়া জেলার পীতাম্বর দাসের লেখা সেই সময়ের গান। ‘একবার বিদায় দে মা’-গানে ক্ষুদ্রি়াম বসুর দেশমাতার কোলে ফিরে আসার আকুল আবেদন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ মহান বাঙালি বিপ্লবী। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক কিংবদন্তী যুগ প্রতিভা। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্ষুদ্রি়াম। তিনি বাংলার প্রথম বীর শহিদ। অগ্নি যুগের অগ্নি শিশু বীর বিপ্লবী ক্ষুদ্রি়াম বসুর আত্ম বলিদান আমাদের মনকে ছুঁয়ে বারে বারে হারামের প্রতীক একজন তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদ্রি়াম বসু। ১৮৮৯ সালের ৩ রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের কাছে হাতিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষুদ্রি়াম। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি তার মাকে হারান। ঠিক এক বছর পর তার বাবা কে হারালেন। বড় দিদি অরুণাণু কেী ভাইকে মায়ের যত্ন দিয়ে আগলে রাখলেন।

মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের বিচরণ ফলাফলও বটে। একইভাবে, হিমাচল প্রদেশে চলতি বর্ষায় ভূমিধসে উজ্জন উজ্জন সেতু, সড়ক এবং ঘরবাড়ি ধসে পড়েছে, প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ। ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলের সড়কপথও এখন ঝুঁকিপূর্ণ। সড়ক ও বাঁকানো রাস্তা, অপ্রতুল রক্ষণা বেষ্ট্ধণ, অতিরিক্ত যানবাহন চাপ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে। অনেক সময় দেখা যায়, পটকীদের স্নোতে সামলানো গিয়ে প্রশাসন নিরাপত্তা বিধি লঙ্ঘন করছে, যার ফল মারাত্মক। বাস ও গাড়ি খাদে পড়ে যাওয়ার ঘটনা প্রায় নিয়মিত হয়ে গেছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন পরিবর্তিত উন্নয়ন ও কঠোর নিয়ন্ত্রণ। পাহাড়ি অঞ্চলে অবকাঠামো গড়তে হলে অবকাই ভৌগোলিক ও পরিবেশে গত দিক বিবেচনা করতে হবে। যেখানে ভূমিস্ধস প্রবণ এলাকা, সেখানে বড়সড় নির্মাণ প্রকল্প বন্ধ রাখতে হবে। নদীর ধারে বা পাহাড় কেটে হোটেল বানানোর প্রবণতা রোধ করতে হবে। একইসঙ্গে পর্যটনকে ‘সাস্টেইনেবল ট্যুরিজম’-এর আওতায় আনতে হবে, যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে হলে স্থানীয় ও জাতীয় স্তরে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। পাহাড়ি অঞ্চলে বৃক্ষনিবন বন্ধ করে বড় আকারে বনায়ন চালু করতে হবে। গ্লেসিয়াল লেকগুলির পর্যবেক্ষণ বাড়িয়ে সময়মতো সতর্কবাণী দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূমিস্ধস ও বন্যার পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, এবং স্থানীয় জনগণকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা দুর্যোগের সময় দ্রুত পদক্ষেপ নিতে পারে।

এছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় বিশেষ নীতি গ্রহণন জরুরি। তারা শুধু দুর্যোগের শিকার নন, বরং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম সারির সম্মুখীন হচ্ছেন। উন্নয়নের নামে তাদের স্থানচ্যুত করা হলে তা সামাজিক অস্থিরতা বাড়াবে, যা আরও সমস্যা তৈরি করবে। সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের সচেতনতাও এখানে বড় ভূমিকা রাখে। পর্যটকরা পাহাড়ে গেলে প্রায়ই আবজ্ঞা ফেলে, নদী দূষিত করে, গাড়ি চালিয়ে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিঘ্নিত করে;এবং অভ্যাস পরিবর্তন জরুরি। পাহাড় কেবল একটি পর্যটনকেন্দ্র নয়, এটি লক্ষ মন্দিরগুলোর জীবনধারণের ভিত্তি এবং কোটি কোটি বছরের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য।

লেখকের কলমে আত্মবলিদান দিবস

মধুসূদন দে, বাঁকুড়া
কাল ১১ ই আগস্ট বীর বিপ্লবী ক্ষুদ্রি়াম বসুর আত্মবলিদান দিবস। ১১ ই আগস্ট। ১৯০৮ সালের এই দিন ক্ষুদ্রি়াম বসু দেশের স্বাধীনতা আর ব্রিটিশদের সন্ত্রাস দমনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দেশের আত্মরক্ষার মানুষকে প্রতিবাদী বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ক্ষুদ্রি়াম বসু যে আদর্শ ও বিশ্বাসে জাতিকে জাগাতে চেয়েছিলেন, তার কানাকড়ি আজ ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে যেমন নেই, তেমন সরকারেরও নেই। মাত্র ১১৬ বছরের মধ্যে জাতির এহেন অধঃপতন সত্যি আজ আমাদের কষ্ট দেয়। তবু ক্ষুদ্রি়াম বসুর আত্মবলিদান দিবসে আমাদের শিহরিত করে বাকুড়া জেলার পীতাম্বর দাসের লেখা সেই সময়ের গান। ‘একবার বিদায় দে মা’-গানে ক্ষুদ্রি়াম বসুর দেশমাতার কোলে ফিরে আসার আকুল আবেদন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ মহান বাঙালি বিপ্লবী। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক কিংবদন্তী যুগ প্রতিভা। বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্ষুদ্রি়াম। তিনি বাংলার প্রথম বীর শহিদ। অগ্নি যুগের অগ্নি শিশু বীর বিপ্লবী ক্ষুদ্রি়াম বসুর আত্ম বলিদান আমাদের মনকে ছুঁয়ে বারে বারে হারামের প্রতীক একজন তরুণ বিপ্লবী ক্ষুদ্রি়াম বসু। ১৮৮৯ সালের ৩ রা ডিসেম্বর মেদিনীপুর শহরের কাছে হাতিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ক্ষুদ্রি়াম। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি তার মাকে হারান। ঠিক এক বছর পর তার বাবা কে হারালেন। বড় দিদি অরুণাণু কেী ভাইকে মায়ের যত্ন দিয়ে আগলে রাখলেন।

মেদিনীপুর ছিল বিপ্লবীদের বিচরণ

বাংলার দুর্গা উৎসব শুধু মাত্র বাহ্যিক আড়ম্বর নয়, মানুষের মানসিক শক্তিও বটে

বিশেষ প্রতিবেদক
পূজোর আড়ম্বরের জন্য পাঁচশো কোটি টাকা খরচের সময় কি এখন? পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজো আজ শুধুমাত্র ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক পরিচয়ের এক অনন্য মেলবন্ধন। ইউনেস্কোর ‘ইন্ট্যান্জিবল কালচারাল হেরিটেজ’ তালিকায় স্থান পাওয়ার পর থেকে এর গুরুত্ব আন্তর্জাতিক স্তরে বেড়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক আলোচনার কেন্দ্র



বিপদে এসেছে একটি বড় প্রশ্ন: বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে কি সত্যিই সময় এসেছে পাঁচশো কোটি টাকার আড়ম্বরময় ব্যয় করার? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে হলে আমাদের দেখতে হবে উৎসবের সাংস্কৃতিক ও আর্থিক দিক দুটিকেই, এবং তা বর্তমান সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে হবে। দুর্গাপূজো পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে শহর;সব জায়গায় একে বীরটি সামাজিক অনুষ্ঠান। এটি শুধুমাত্র দেবীর পূজা নয়, বরং এক মাসব্যাপী

অর্থনীতিতে গতি আনে।

তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রশ্ন উঠছে:এই ব্যয় কতটা যুক্তিযুক্ত? পাঁচশো কোটি টাকা কোনো ছোট শহর? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার বেকারত্ব, স্বাস্থ্যসেবার অভাব, শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকট এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপে ভুগছেন। একদিকে যেমন পূজাকে কেন্দ্র করে হোটেল, রেস্টুরা, পরিবহন, পোশাক, লাইটিং ইন্ডাস্ট্রির বিক্রি বাড়ে, অন্যদিকে এই বিপুল অর্থব্যয় যদি সঠিকভাবে চ্যালেঞ্জিত না হয় তবে তা শুধই আড়ম্বর থেকে যায়, যার দীর্ঘমেয়াদি

অর্থনৈতিক সুফল তেমন মেলে না।

একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে এই অর্থ আসলে ‘বিনিয়োগ’। বাণিজ্যিক সময় পর্যটন ও বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে কয়েক হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়। পূজো উদ্যোক্তাদের ব্যয় সেই টাকা ঘুরিয়ে দেয়, ফলে বহু অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। শিল্পী, কারিগর, লাইটম্যান, সাউন্ড টেকনিশিয়ান, মেকআপ আর্টিস্ট, এমনকি ছোট দোকানদারও লাভবান হন। এইভাবে পাঁচশো কোটি টাকা সমাজের নিম্ন থেকে মধ্যবিত্ত স্তরের হাজার হাজার পরিবারের হাতে পৌঁছে যায়, যা উৎসবের অর্থনীতিকে সমর্থন করে। কিন্তু এখানে আরেকটি দিকও উপেক্ষা করা যায় না। পূজোর অর্থনীতি মূলত অস্থায়ী। চার-পাঁচ দিনের এই অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য বছরের বাকি সময়টায় প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়। অনেক সময় দেখা যায়, উদ্যোক্তারা প্রতিযোগিতায় নামতে গিয়ে বিলাসিতার দিকে ঝুঁকছেন;যেখানে প্যাভিলনের সাজসজ্জায় কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও সেই শিল্পকর্মের স্থায়িত্ব এক সপ্তাহের বেশি নয়। এই বিপুল অর্থের একটি অংশ যদি ‘স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্থায়ী অবকাঠামো বা বঞ্চিত মানুষের উন্নয়নে ব্যয় করা যেত, তাহলে তা হয়তো সমাজে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলত। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় মানুষের ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, খাদ্যদ্রব্য থেকে জ্বালানি;সব কিছুর খরচ বাড়ছে। সরকারি ও বেসরকারি চাকরির সুযোগ সীমিত। এই পরিস্থিতিতে কয়েকশো কোটি টাকা কেবলমাত্র চোখ ধাঁধানো সাজসজ্জায় ব্যয়

ক’দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী গেছেন, আরামবাগে দ্বারকেশ্বরের সেতুর গার্ডওয়াল ভেঙে বিপত্তি, রয়েছে আরও ফাটল

দূরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ১০ আগস্টঃ পাঁচ দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় পেরিয়েছে সেতুটি। তার মধ্যেই বিপত্তি। আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদের ওপর তৈরি রামকৃষ্ণ সেতুর গার্ডওয়ালের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল নদীতে। শনিবার গভীর রাতে এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। ভেঙে পড়া অংশের পাশের গার্ডওয়ালেও দেখা দিয়েছে ফাটল, যেকোনও মুহূর্তে সেটিও ভেঙে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। প্রায় ছয় দশক আগে তৈরি এই সেতুর উদ্বোধন করেছিলেন প্রফুল্ল সেনা। বহু দিন ধরে সেতুর ‘স্বাস্থ্য’ খারাপ বলে রিপোর্ট আসছিল। তবুও ৫ আগস্ট মুখ্যমন্ত্রী আরামবাগ থেকে কামারাপুকুর হয়ে ঘাটাল যাওয়ার পথে এই সেতুই ব্যবহার করেন। রামকৃষ্ণ সেতু দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান পথ। বাঁকড়া, পুরুলিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, বর্ধমানের সঙ্গে কলকাতার সরাসরি সংযোগ ঘটে এই



সেতুর মাধ্যমে। প্রতিদিনই যাত্রীবাহী বাস, ট্রাক-সহ হাজার হাজার গাড়ি চলে। সেতু বন্ধ হলে গোটা দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। এর প্রভাব পড়বে স্কুল-কলেজে যাতায়াতেও। ঘটনার পর শনিবার সকালে পুলিশ নিরাপত্তার জন্য সেতুর উপর ব্যারিকেড বসায়। আপাতত ওভারলোড গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাস ও ছোট গাড়ি চলছে। ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ব দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার ও আধিকারিকরা সেতু পরীক্ষা করতে আসেন। স্থানীয় জন প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। আরামবাগ পুরসভার প্রান্তিক ন্যায়রম্যান ও তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলা চেয়ারম্যান স্বপ্নন নন্দী জানান, নবান্ন থেকে পূর্ব দপ্তরের টিম এসে সেতুর নীচে নেমে পুরো পরিস্থিতি দেখেছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, গার্ডওয়াল কেনে ভেঙে পড়ল তা নিয়ে তদন্ত চলছে। দ্রুত সংস্কারের দাবি জারিয়েছেন স্থানীয় ও নিত্যযাত্রীরা। বিকল্প সেতুর প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা চলছে বলে জানা যাচ্ছে।

কুমারগঞ্জে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জওয়ানের মর্মান্তিক পরিণতি

দূরন্ত বার্তা, দক্ষিন দিনাজপুর, ১০ আগস্টঃ তডিদাহত হয়ে মর্মান্তিক পরিণতি হলো এক বিএসএফ জওয়ানের। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ঘটনা। আলো খালাতে গিয়ে ইলেকট্রিক শক লাগে স্বপ্ননীল সুভাষ সোনাওয়ানে (৩৯) নামে ওই জওয়ানের। সেখানেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। শনিবার রাতে কুমারগঞ্জ ব্লকের বট্টা গ্রামপঞ্চায়েতের মাধবপুর বর্ডার আউট পোস্টের দোলাকুড়িতে এই ঘটনা ঘটে। সুভাষ মহাশত্রের ধুলের



বাসিন্দা। তিনি বিএসএফের ৫৭ নম্বর ব্যাটে লিয়নে কর্মরত ছিলেন। ইলেকট্রিশিয়ানের কাজ করতেন। সূত্রের খবর, শনিবার দোলাকুড়িতে বেশ কয়েকটি আলো জ্বলছিল না। খবর পেয়ে সেখানে যান তিনি। সেখানে কাজ করার সঙ্গে তডিদাহত হন ওই জওয়ান। বিষয়টি নজরে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে যান বিএসএফের ৫৭ নম্বর ব্যাটেলিয়নের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পতিরাম থানা ও বিএসএফ। তবে এ নিয়ে বিএসএফের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

বাড়ি থেকে বলেছিল বিয়ে দিয়ে দেবে, বাংলার সেই মেয়ে আজ দিশা দেখাচ্ছে দেশকে, গর্বিত খোদ মুখ্যমন্ত্রীও

দূরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১০ আগস্টঃ অভাবের সসার। দু’বেলা পেট চলেবে কী করে তাই নিয়ে সারাদিন চিন্তা লেগেই থাকে। তারপর আবার বাড়িতে রয়েছে মেয়ে! তাই পরিবারের লোকজন চেয়েছিলেন যাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া যায়। তবে মেয়েটি মানিনি। লড়েছেন



তিনি। ছাড়খাড হতে দেননি নিজের স্বপ্নকে। বরং ছিনিয়ে নিয়েছেন নিজের স্বপ্নকে। আজ সেই মেয়েটিই নাম উজ্জ্বল করেছে ভারতীয় ফুটবলের ব্যাডগ্রামের বাসিন্দা রাজশ্রী হসিন্দা। ভারতের প্রথম সাঁওতালি মহিলা, যিনি জাতীয় ফুটবল রেকারি। খেলার মাঠে ছিল রাজশ্রীর চোখ ভরা স্বপ্ন। এদিকে, বাড়ি থেকে বারবার দেওয়া হচ্ছিল বিয়ের চাপ। তবে নিজের স্বপ্ন পূরণ করেই ছেড়েছেন তিনি। সম্প্রতি, ভাষা আন্দোলন করতে

নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে শারীরিক সম্পর্ক ও বিয়ে করার অভিযোগ, গ্রেফতার পরিযায়ী শ্রমিক

দূরন্ত বার্তা, স্বরূপনগর, ১০ আগস্টঃ পরিযায়ী শ্রমিকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তারপর সেই প্রেমিককে বিয়েও করে নাবালিকা। তবে পরিবারের দাবি, ছেলোটি ফুঁসলিয়ে মেয়েটিকে নিয়ে যায়। এরপর শারীরিক সম্পর্ক তৈরি করে। এই ঘটনায় নাবালিকার পরিবার



থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ গ্রেফতার করে যুবককে। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট থানা এলাকায়। সেখানেই থাকেন ওই যুবক। তবে পেশায় তিনি পরিযায়ী শ্রমিক। কয়েক মাস আগে উত্তর ২৪ পরগনার আসশোপাশের থানা এলাকার এক নাবালিকার সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। জানা গিয়েছে, গত দশদিন আগে ওই নাবালিকাকে বিয়ে করে

স্ত্রী গিয়েছিলেন শিব মন্দিরে জল ঢালতে, গৃহশিক্ষিকার হাত ধরে টানাটানি স্বামীর, জুটল গণধোলাই

দূরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০ আগস্টঃ শ্রাবণ মাসে স্ত্রী গিয়েছিলেন শিব মন্দিরে জল ঢালতে। সেই ফাঁকেই এক কাণ্ড করে বসেন স্বামী। নাবালক দুই সন্তানকে পড়াতে এসেছিলেন গৃহশিক্ষিকা। তাঁর হাত ধরে টানাটানি শুরু করেন বলে অভিযোগ। শিক্ষিকার চিংকারে ছুটে আসেন এলাকার লোকজন। গণধোলাই খেয়ে ওই যুবক ভর্তি হন হাসপাতালে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানা এলাকার ঘটনা। স্ত্রীলতাহারি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের বয়স ৩৫ বছরের কাছাকাছি। দাসপুরের বাসিন্দা ওই যুবক ভিন রাজ্যে সোনার কাজ করেন। সম্প্রতি তিনি বাড়ি ফেরেন। শনিবার বিকেলে তাঁর স্ত্রী গিয়েছিলেন বাড়ির পরিবার শিব মন্দিরে জল ঢালতে। বাবার কাছে ছিল দুই সন্তান। প্রতিদিনের মতোই পড়াতে এসেছিলেন গৃহশিক্ষিকা। ফাঁকা ঘরে তাদের পড়াচ্ছিলেন গৃহশিক্ষিকা। অভিযোগ, সেই সময়ে হঠাৎই ওই যুবক ঘরে ঢুকে হাত ধরে টানাটানি শুরু করেন। যদিও সাহস জুটিয়ে কপে দাড়ান ওই শিক্ষিকা। চিংকার করতে থাকেন। ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। এর পরেই ওই যুবককে বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে গিয়ে মারধর শুরু করেন ক্ষিপ্ত আশেপাশের লোকজন। তডিঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে দাসপুর থানার পুলিশ ওই যুবককে উদ্ধার করে। আহত যুবককে ঘাটাল মহকুমা সুপার স্পেশালাটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।

তুরূপের তাস ‘আকাশবোমা’ আমেরিকাকে ‘গোল দিতে’ শক্তি বাড়াচ্ছে বাংলার ইছাপুর

দূরন্ত বার্তা, ইছাপুর, ১০ আগস্টঃ বিশ্বজুড়ে প্রতিরক্ষা সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ভারত। আমেরিকা, ইউরোপ ও রাশিয়ার মতো দেশগুলি থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সামগ্রী নিয়ে আসে নয়াদিল্লি। কিন্তু এই বন্দুক আমদানির ক্ষেত্রে কতদিনই বা পরনির্ভরতা চলে? সেই নিয়ে ভাবছে কেন্দ্রও। অপারেশন সিঁদুরের সময়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জন্মিয়েছিলেন, গোটা সংঘাত ও জঙ্গি দমন পর্বে নজিরবিহীন কৃতিত্ব রেখেছে দেশের তৈরি প্রতিরক্ষা সামগ্রী। অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়গুলির মতো! এবার অস্ত্রের ক্ষেত্রে ‘আত্মনির্ভর’ হচ্ছে ভারত। আর দেশের এই আত্মনির্ভরতার পথে অবদান রাখছে বাংলার ইছাপুরের মেটাল অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি। এতদিন যে শক্তি শুধুমাত্র আমেরিকা ও ইউরোপের হাতের মুঠোয় আবদ্ধ ছিল, সেই ‘শক্তিকেই’ আয়ত্ত্ব করার

চেষ্টা করছে ইছাপুর। জানা গিয়েছে, হাজার কেজির ‘এরিয়াল ফর্জড বোমা’র খোল তৈরি করছে মেটাল



অ্যান্ড স্টিল ফ্যাক্টরি। তবে এটা এখনও ট্রায়াল রান। এর আগে ৫০০ কেজি বোমার খোল তৈরিতে সাফল্য লাভের পর এবার লক্ষমাত্রা বৃদ্ধি করে আবার হাতের মুঠোয় আনছে, সেই ‘শক্তিকেই’ আয়ত্ত্ব করার

বাঙালিদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদেও প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১০ আগস্টঃ শুভেন্দুর গড়ে তৃণমূলের কোন্দল চরমে। ফের রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি ও পটাসপুরের উত্তম বারিক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রকাশ্যে দ্বন্দ্ব। রামনগরে তৃণমূলেরই এই দুই শিবির ভূমিপুত্র ও বহিরাগত সমান্তরাল দুটো ভাগে বিভক্ত। বাঙালিদের ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে দুই শিবিরের দুই মিছিল। একটি বাইক মিছিল হয় অখিল গিরি ও সুপ্রকাশদের নেতৃত্বে। অপর বাইক মিছিলের নেতৃত্ব দেন রামনগর ১ নম্বর ব্লকের যুব তৃণমূল সভাপতি কৌশিক বারিক। দলে নতুন-পুরনো দ্বন্দ্ব যে রয়েছে, তা স্পষ্টই বললেন কৌশিক বারিক, উত্তম বারিক ঘনিষ্ঠ রামনগরের তৃণমূল নেতা সুশান্ত পাত্র। রাখঢাক



না রেখেই বললেন, “‘আমরা যাঁরা এখানে বাইক র্যালি করলাম, সবাই তো আমরা পুরনো দিনের কর্মী। কিন্তু আরেকপক্ষ কি পুরনো দিনের কর্মী? তারা কি আন্দোলন করেছেন, জেল খেটেছেন,

ফাঁসির সাজা শুনিয়েছিল জলপাইগুড়ি আদালত, নিজেই ‘ফাঁসি’ দিল সুরেশ!

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ আগস্টঃ প্রেমে বাধা পেয়ে দাদাকে খুন করেছিল তাই। সেই কারণে ভাইকে ফাঁসির সাজা দিয়েছিলেন বিচারক। এবার জেলখানার ভিতরেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার হল ঝুলন্ত দেহ। মৃত ওই বন্দির নাম



সুরেশ রায় (২৪)। তিনি তত্ত্বিনগর থানা এলাকায় মধ্য শান্তি নগরের বাসিন্দা। খুনের অপরায়ে গত মার্চ মাসে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বিচারক সুরেশ রায়কে ফাঁসির সাজা ঘোষণা করে। এরপর থেকে সুরেশ জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে

ওঠে সুরেশের বিরুদ্ধে। মৃত্যু নিশ্চিত করতে দাদার দেহে পরপর ১৮ বার আঘাত করেছিলেন অভিযুক্ত বলে কবর। সেই খুনের ঘটনায় সুরেশকে দোষী সাব্যস্ত করে জলপাইগুড়ি জেলা আদালত। অ্যাডিশনাল থার্ড কোর্টের বিচারক বিপ্লব রায় সুরেশকে

জাল সার্টিফিকেট বানিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশের অভিযোগ, দায়ের মামলা

দূরন্ত বার্তা, মর্শিদাবাদ, ১০ আগস্টঃ জাল কাট সার্টিফিকেট জমা দিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। ডাক্তারি পাশ করার পরে মর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাউসস্টাফ পদে কর্মরত। চিকিৎসক

সংহিতার ৩৩৬(২), ৩৩৬(৩), ৩৩৬(৪), ৩৩৯, ৩৪০(২) ধারায় মামলা করেছে। মর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তদন্ত



প্রিয়াশ্রুতি বিশ্বাস নামে এক হাউস স্টাফের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ করেছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা। এই ঘটনার পর শুক্রবার বহরমপুর থানার পুলিশ মর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ওই হাউসস্টাফের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়

করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

অপরদিকে, মর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ অমিত কুমার দাঁ বলেন, “ওই হাউস স্টাফের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে মাস দেড়েক আগে অভিযোগ এসেছে। তিনি জাল জাতিগত শংসাপত্র জমা গিয়ে

ত পশিলি জাতি ক্যাটাগরিতে এমবিবিএসে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই অভিযোগ আসার পরে আমরা তা রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল এবং স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়েছি।” মর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ জুলাই রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা ইন্ড্রজিৎ সাহা বিধাননগর কমিশনারেটের ইলেক্ট্রনিক কমপ্লেক্স থানায় একটি অভিযোগ করেন। তাঁর অভিযোগ মর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হাউস স্টাফ পদে কর্মরত এক চিকিৎসক তফশিলি জাতির শংসাপত্র জাল করে এমবিবিএসে ভর্তি হয়েছিলেন। পরে তিনি এমবিবিএস পাশ করে মর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হাউসস্টাফ পদে রয়েছেন। এরপরে ইলেক্ট্রনিক্স থানার পুলিশ বিষয়টি মর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারকে জানান। তার পরে মর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের কাছ থেকে সেই চিঠি পাওয়ার পরে ওই হাউসস্টাফের বিরুদ্ধে মামলা করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ।

‘ভাই বলছে যদি আমার টাইটেল জিজ্ঞাসা করে কী বলব?’ হরিয়ানায় কাজে গিয়ে আতঙ্কিত বাঙলার ছেলে

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ আগস্টঃ ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে হেনস্তার শিকার হচ্ছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা। বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাঁদের। এই অভিযোগ তুলে ইতিমধ্যেই সরব হচ্ছে তৃণমূল। তাঁদের সাফ দাবি, বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই আবহের মধ্যে ফের একবার বিস্ফোরক অভিযোগ



করলেন আলিপুরদুয়ারের ফলাকাটার বাসিন্দা অনিল বর্মণ। এবার তাঁরও অভিযোগ, হরিয়ানায় হেনস্থা করা হচ্ছে বাঙালিদের একাংশকে। একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই ভিডিয়োটি আবার সংবাদ মাধ্যমে শেয়ার করছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্চিলাল। জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার জটেশ্বরের বাসিন্দা অনিল বর্মণ। তিনি হরিয়ানার গুরগাঁওর কাজ করতে গিয়েছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর আগে পরিবার সমেত সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। অভিযোগ, বর্তমানে বাংলা

বললেই তো ধরে নেবে। আমরা তো

শিলিগুড়ির নামী স্কুলে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার শিকার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র



দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ আগস্টঃ টাকা চেয়ে না পেয়ে ছাত্রকে মারধরের অভিযোগ। তারপর স্টোর ভিডিয়ো করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে হেনস্থা। শিলিগুড়ির নামী স্কুলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ থিরে শোরগোলা ভিত সন্ত্রস্ত ওই ছাত্র এখন স্কুল ছেড়ে দিতে চায়। শিলিগুড়ির এক নামী স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে ওই ছাত্র। তার অভিযোগ, ক্লাসে গেলেই প্রত্যেক দিন এক ছাত্র তার কাছ থেকে টাকা দাবি করে। টাকা না দিলেই মারধর করে বলে অভিযোগ। দিন প্রতি কুড়ি টাকা করে দেওয়ার ‘নিয়ম’ জারি হয়েছে, আর সেই টাকা না দিলেই তাকে মারধর, হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। হেনস্তার মুহূর্ত আবার মোবাইলবন্দি করে রাখত বলেও অভিযোগ। গত বৃথ ও বৃহস্পতিবার

শিকার হতে হচ্ছে অনেককে।

রীতিমতো এই ঘটনার পর গোটা পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কিত। খুব দেরি দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। অনিলের দিদি কবিতা রায় বলেন, “আমায় রোজ ফোন করছেন। বলছেন অত্যাচার করে। আমি বলি কিছু হবে না। দেখা যাবে কী করা যায়। জিজ্ঞাসা করছে কী টাইটেল। এবার সেটা

JANGIPUR MUNICIPALITY P.O. - Raghunathganj DistMurshidabad e-TENDER NOTICE NleT No: MAD/ULB/JM/SBM-U 2.0/NleT1/25-26 (1st Call) e-Tender are invited by the Executive Officer, Jangipur Municipality from the eligible contractors for 47 Nos Construction Toilet (CT19 no's and PT26 no's and Institute 2 no's) at different Place within Jangipur Municipality under CSAP 3A of SBM 2.0, Tender ID: 2025_MAD_887275 1 to 47, Publish Date: 11/08/2025 at 10:00 IST, Bid Submission Start date (Online): 11/08/2025 at 12:00 IST and Bid Submission Closing date (Online): 26/08/2024 at 18:00 IST. The detail e-Tender notice may be seen www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Officer Jangipur Municipality
--

বিজ্ঞান ও গরিবেশ

মহাশূন্যে খাবার হজমের নেপথ্যে বিজ্ঞানটা কী? ব্যাখ্যা করলেন শুভাংশু শুক্লা

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটলেই অনন্ত মহাশূন্য। আর সেখানে পৃথক পৃথক দৈনন্দিন কাজের ধরন বোমালুম



বিজ্ঞান। অতিকর্ষ না থাকায় হাঁটাচলা থেকে খাওয়াদাওয়া, ঘুম – সবটাই আলাদা। আর সেই কারণেই মহাকাশ অভিযানের আগে নভশ্রবণের বিশেষ প্রশিক্ষণ চলে। মহাকাশে ভ্রমণের আগে এবং পরে সময়টা

বদলে যায় মহাশূন্যে। কীভাবে সেখানে খাওয়াদাওয়া হয়? কীভাবেই বা নিদ্রাযাপন? আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে ফিরে সেসবেরই ব্যাখ্যা দিলেন ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন

শুভাংশু শুক্লা। আসলে মহাকর্ষ বল শূন্য থাকায় মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় থাকতে হয়। তারাকার দিনযাপন, খাওয়া-ঘুম সবকিছুর ধরনই ভিন্ন। সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সাধারণত তরল জাতীয় খাবার খেয়ে থাকেন মহাকাশচারীরা। মাঝেমধ্যে কচিন খাবারও খাওয়া যায়। তবে তা অবশ্যই হতে হবে সহজপাচ্য। তাই গ্রিলড চিকেন, টুনা মাছের মতো খাবার থাকে তাদের সঙ্গে। এবার প্রশ্ন হল, মাধ্যাকর্ষণের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ায় এমনিতেই শরীরের পেশিগুলি শিথিল হয়ে যায়, কমে হাড়ের ওজন। গোটা শারীরবিজ্ঞানটাই বদলে যায়। এই পরিস্থিতিতে খাবার কীভাবে হজম হয়? সম্প্রতি ইসরোর ল্যাবে তৈরি হওয়া একটি ভিডিও দেখিয়ে শুভাংশু বলছেন, মাইক্রোগ্র্যাভিটিতে হজমের তেমন কোনও সমস্যা হয় না। শুভাংশুর ব্যাখ্যা, মহাকাশে পেশির শিথিলতার কারণে সংকেচন-

প্রসারণে অনেকটা সময় লাগে। ফলত খাবার হজম হওয়াও বেশি সময়ের ব্যাপার। তরল ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাবার বর্জ্যে পরিণত হওয়ার আগে পর্যন্ত হজম হতে থাকে। কারণ খাদ্যকণাগুলি অস্ত্রের ভিতর ধীরে ধীরে ভাঙতে থাকে। সেই বিজ্ঞান অনুযায়ী, নভশ্রবণের শরীর শুষ্ক হওয়ার সুযোগ খুব কম। বেশিরভাগ সময়েই আর্দ্রতা বজায় থাকে। শুভাংশুর মতে, খাবার হজমের এই প্রক্রিয়াটিও অভ্যাস করতে হয় নভশ্রবণেরে। সেখানে গোলমাল হলে মহাশূন্যে খুব বেশি সময় কাজ করা যায় না। অ্যাক্সিয়ম-৪ মিশনের অন্যতম মহাকাশচারী হয়ে শুভাংশু শুক্লা প্রায় ১৪ দিন মহাকাশ স্টেশনে কাটিয়ে এসেছেন। সেখানে তাঁর গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল মহাশূন্যে মানুষের শারীরিক প্রক্রিয়া কীভাবে সাড়া দেয়, সেই বিষয়টি। সেই পরীক্ষানিরীক্ষা থেকেই শুভাংশু নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

রংবাহারি প্রজাপতি, পাখিদের ছড়াছড়ি! জীববৈচিত্র্যে ভরা কালিম্পপংয়ের লুংসেল

উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল যেন জীববৈচিত্র্যে ভরা। কালিম্পং জেলার প্রত্যন্ত পাহাড়ি জনপদ লুংসেল তেমনই এক জায়গা। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ‘ এই গ্রামে আয়োজন করেছিল বিশেষ মথ পর্যবেক্ষণ শিবির। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪,৫০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই এলাকায় শিবিরে ছিঁচনের পরিবেশবিদরাও। শিবির শেষে তাদের অভিমত, লুংসেল শুধু মথ নয়, নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর আরামপ্রিয় আবাস। উত্তরবঙ্গের সুন্দর পরিবেশে এ এক বিশেষ বৈচিত্র্যও বটে! লুংসেলের এই শিবিরে অংশ নিয়ে এক পরিবেশ বিশেষজ্ঞ জানালেন, ন্যাককে ধন্যবাদ, এজন জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ একটি জায়গায়

শিবির করার জন্য। এখানে প্রচুর মথ, প্রজাপতি ও পাখি দেখা

বৃহত্তম মথ আটলাস-সহ টাইগার, আউল, ওলিয়েন্ডার হকের মতো



গিয়েছে। অপর এক দৃষ্টিনন্দন মথও দেখা গেছে, যা বিশেষজ্ঞ,জানান, এখানে বিশ্বের

উল্লেখযোগ্য।

ন্যাককে-এ-অর্ডিনেটর বলেন, এই শিবিরে আমরা প্রায় ৫৫০ ধরনের মথ, ৫০ ধরনের প্রজাপতি ও ৬০ ধরনের পাখির সন্ধান পেয়েছি। রাতে একটি সাদা পর্দায় লাইটের আলো ফেলতেই বাঁকে বাঁকে মথ সেই পর্দায় এসে বসে। এত প্রজাতির পতঙ্গের উপস্থিতি প্রমাণ করে, এই এলাকায় উদ্ভিদের বৈচিত্র্যও কতটা বেশি। যা জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে অত্যন্ত ইতিবাচক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, কোনও একটি অঞ্চলে যত বেশি প্রজাতির মথ পাওয়া যায়, বোঝা যায় সেই জায়গার পরিবেশ কতটা সুস্থ ও বৈচিত্র্যময়। লুংসেল তার প্রকৃতি ও পরিবেশে তাই এক অনন্য উদাহরণ হিসেবেই উঠে এল এবার।

একবার বন্ধু হলে তাকে নাকি ভোলেই না স্ত্রী গরিলারা, জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা গরিলাদের মধ্যে স্ত্রী জাতি ভীষণ ঐক্যবদ্ধ, পুরুষদের আদৌ পাত্তা দেয় না

বন্ধুত্ব নিয়ে কি আর শুধু মানবসমাজ ল্যাফালাফি করে তা নয়, চারপেয়েদের জগৎও বন্ধুত্বময়! বিশেষত আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে বন্ধুকে নিয়ে আরগের শেষ নেই। সম্প্রতি গরিলাদের উপর এক সমীক্ষায় সেই রকম তথ্য হাতে পাওয়া গিয়েছে। জোনা গিয়েছে, স্ত্রী গরিলাদের মধ্যে নাকি দারুণ সখ্য! একবার কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব হলে চিরকাল তাকে মনে রাখে। অফ্রিকার ছোট্ট দেশে রোয়াভার গরিলাদের উপর প্রায় ২০ বছর ধরে সমীক্ষার পর তাদের এই চরিত্র ধরা পড়েছে বলে দাবি জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষকের। সম্প্রতি তাদের সেই গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে এক পত্রিকায়। এই নতুন তথ্য জানতে পেরে অবাক অনেকই।

জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই গবেষকরা রোয়াভার ভলকানোজ ন্যাশনাল পার্কের গরিলাদের উপর সমীক্ষা চালিয়েছেন। তাতে তাদের পর্যবেক্ষণ, গরিলাদের মধ্যে স্ত্রী

জাতি ভীষণ ঐক্যবদ্ধ। তারা পুরুষদের আদৌ পাত্তা দেয় না। নিজেদের মধ্যে সখা তৈরি হলে তা অত্যন্ত গভীর হয়। এমনকী সেই সখা

মিশে যেতে পারে পুরনো সদস্যরা। সমীক্ষার এই ফলাফল থেকে গরিলা সমাজে আদানপ্রদান অনেক সুসংহত বলে মনে করা হচ্ছে।



আজীবন টিকে থাকে। তাদের এই চরিত্রের জন্য পার্কে নতুন কোনও মহিলা সদস্য এলে দ্রুত তার সঙ্গে

স্ত্রী গরিলাদের আরও এক চরিত্রের কথাও সামনে এসেছে। এই গবেষণায়। নৃতত্ত্ব বিভাগের

গবেষণারত ডিক্টের মাটিজনাক জানাচ্ছেন, পাহাড়ি এলাকার স্ত্রী গরিলারা পুরুষদের একেবারেই এড়িয়ে চলে। এমনকী নিজেদের পিতৃপরিচয় জানতেও বিন্দুমাত্র আগ্রহী নয় তারা। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদের সঙ্গ কাব্যত ত্যাগ করেন। মহিলাদের সংখ্যবদ্ধ করেন। এই কাজও হয় অনেকটা মানব সমাজের মতো। গবেষক রবিন মরিসনের মতে, মানুষ যেমন নিজের বন্ধুর বন্ধু বা পরিচিতকে নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে, গরিলারাও তেমনই। কোনও স্ত্রী গরিলা তার পরিচিতকে নিজের দলে টানার কাজটা করে সুচারুভাবে। ৫ বছর বা তার বেশি সময় তারা একসঙ্গে থাকটা বেশ উপভোগ করে। তারপর যদি কেউ দল থেকে বেরিয়েও যায়, ফেরার রাস্তা খোলা রাখে বাকিরা। আর এখানেই বোধহয় বাকিদের চেয়ে স্বকীয় গরিলারা।

শুষ্কবাণ নিয়ে ট্রাম্পকে খোঁচা মার্কিন অর্থনীতিবিদের, নিজ ভূমেই কোণঠাসা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

১০ আগস্ট : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছেন। নিক্ষেপ করছেন একের পর এক শুষ্কবাণ। এর মাধ্যমে তিনি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করছেন। ট্রাম্পকে খোঁচা দিয়ে এমনটাই বললেন প্রখ্যাত মার্কিন অর্থনীতিবিদ তথা জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টিভ হ্যান্স। সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে দেওয়া একটি সাক্ষাকারে তিনি বলেন, শুষ্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট যে সিদ্ধান্তগুলি নিচ্ছেন, তার কোনও সারবত্তা নেই। নেপোলিয়ন বলেছিলেন, যদি তোমার শত্রু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেকে ধ্বংসের দিকে েলে দেয়, তাহলে তাঁর পথে না যাওয়াই ভালো। ট্রাম্প সেরকম কাজই করছেন। তিনি নিজেই নিজেকে ধ্বংস করছেন। তিনি আরও বলেন, আমার মনে হয়, এই

পরিস্থিতিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের শান্ত থাকা উচিত। ত্যাগছড়ো করে কোনও পদক্ষেপ করা উচিত নয়। কারণ, মার্কিন

একইসঙ্গে ট্রাম্পের

শুষ্কনীতিকে তিনি ‘ বলে আখ্যা দিয়েছেন।প্রসঙ্গত, বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের উপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুষ্ক চাপিয়েছেন। তাঁর কথায়, রাশিয়া থেকে ভারত এখনও

প্রেসিডেন্টের বাণিজ্য নীতি দুর্বল এবং তা শীঘ্রই ভেঙে পড়বে। হ্যাঙ্কের দাবি, আমেরিকায় বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। তার কারণ, সেদেশের নাগরিকদের ব্যয় মোট জাতীয় উপাধনের চেয়ে অনেক বেশি।

ভারতীয় বিশেষমন্ত্রক। সেখানে বলা হয়, ‘ কয়েকদিন ধরে রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির বিষয়টিকে টার্গেট করেছে আমেরিকা। এই বিষয়ে আমরা নিজেদের অবস্থান আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছি। বাজারের পরিস্থিতি এবং দেশের ১৪০ কোটি মানুষের শক্তিসম্পদের চাহিদার দিকে নজর রেখে আমদানি করা হয়।’ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তুলেখোনা করে বিশেষমন্ত্রকের তরফে আরও বলা হয়, ‘ বহু দেশ নিজেদের জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে একই কাজ করছে। কিন্তু আমেরিকা কেবল ভারতের উপরেই অতিরিক্ত শুষ্ক চাপাচ্ছে, এটা যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক। মার্কিন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলতে চাই, এই সিদ্ধান্ত অন্যায্য, অযৌক্তিক এবং অন্যায্য। নিজেদের জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে সম্ভবতকম পদক্ষেপ করবে ভারত।’

ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে শান্তি বৈঠক’, ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকে আপত্তি ইউরোপের

১০ আগস্ট : ১৫ আগস্ট আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রুশ প্রেসিডেন্ট জ্লাদিমির পুতিনের বৈঠক ঘিরে প্রবল চর্চা অব্যাহত। ইতিমধ্যেই ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়ে দিয়েছেন, ইউক্রেনকে ছাড়া এই যুদ্ধ বন্ধ সম্ভব নয়। সেই সূরেই সুর মিলিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলিও জানিয়ে দিল, সতিই কিয়েভকে বাদ দিয়ে এই যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না।ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালি, জার্মানি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং ইউরোপিয়ান কমিশনের তরফে একটি যৌথ বিবৃতি পেশ করা হয়েছে। সেখানে পরিস্কার বলা হয়েছে, ইউক্রেন ছাড়া ইউক্রেনে শান্তির পথ নির্ধারণ করা যাবে



না।এদিকে শনিবার জেলেনস্কি সোশাল মিডিয়ায় বলেন, ইউক্রেন রাশিয়াকে জমি ছেড়ে দেবে না। ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে আলোচনার টেবিলে বসা নেখতানি। আমরা সবাই শান্তি চাই। কিন্তু ইউক্রেনকে ছাড়া এই যুদ্ধ বন্ধ সম্ভব নয়। সব মিলিয়ে বৈঠকের আগেই তুঙ্গে বিতর্ক। শুক্রবার পুতিনের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়টি ট্রাম্প নিজেই প্রকাশ্যে এনেছেন। তিনি টুথ সোশালে লিখেছেন, ‘ প্রেসিডেন্ট জ্লাদিমির পুতিন ও আমার বৈঠকটি হতে চলেছে। আগামী শুক্রবার ১৫ আগস্ট আলাস্কায় আমাদের সাক্ষাৎ হবে।’ পরে টেলিগ্রামে রাশিয়ার তরফে এক বিবৃতি জারি করে জানিয়ে দেওয়া হয়, ‘ নিঃসন্দেহে ইউক্রেন সংকট নিয়ে আলোচনা করবো, দীর্ঘকালীন শান্তি চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে।’ এদিকে এই বৈঠককে স্বাগত জানিয়েছে ভারত। শুক্রবার বিশেষমন্ত্রকের তরফে মুখপাত্র রণধীর জয়গুলা এই নিয়ে বিবৃতি দেন। আশাপ্রকাশ করেন যে এবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ সমাপ্তির পথ খুঁজে পাবে। ‘এটা যুদ্ধের সময় নয়’, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অতীত উক্তি স্মরণ করিয়ে বিশেষমন্ত্রকের মুখপাত্র এমনই জানিয়েছেন।বলে রাখা ভালো, ক্ষমতায় ফিরে নীতি বললে পুতিনকে কাছে টানার চেষ্টা করেছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিষয়টি ঠিকমতো দানা বাঁধেনি। ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করা যায়নি। ফলশ্রুতি, ট্রাম্পের ক্ষোভ। এমনকী, সম্প্রতি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে তিনি বলেন, অস্ত্র দিলে মস্কোতে বোমা ফেলতে পারবেন? এবার শান্তি বৈঠকে কী হয় এবং তার প্রতিক্রিয়াই বা কী দাঁড়ায়, সেদিকেই নজর ওয়াকিবহাল মহলেবা।

আকাশপথ বন্ধ রাখার খেসারত! কোটি কোটি টাকার ক্ষতি পাকিস্তানের

১০ আগস্ট : ভারতের সঙ্গে শত্রুতা যে পাকিস্তানের কত বড় ‘ কাঁটা’ ফের তার প্রমাণ মিলল। জানা গেল, মাস দুয়েক ভারতের বিমানের জন্য নিজেদের আকাশপথ বন্ধ রাখার খেসারত ভালেই দিতে হয়েছে পড়শি দেশকে। ক্ষতির পরিমাণ ১২৭ কোটি টাকা। এই হিসেবে দিয়েছে খোদ পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ। তবে লোকসান সঙ্গেও পাকিস্তানি বিমানবঃ দর কর্তৃপক্ষের সামগ্রিক রাজস্ব ২০১৯ সালে ৫,০৮,০০০ ডলার থেকে বেড়ে ২০২৫ সালে ৭,৬০,০০০ ডলারে দাঁড়িয়েছে বলেই দাবি। ভারত সিদ্ধ চুক্তি বাতিল করেছিল গত ২৬ এপ্রিল। পহেলাগাঁও হামলার পরপরই। এরপরই ২৪ এপ্রিল থেকে ভারতীয় বিমানের জন্য তাদের আকাশপথ ব্যবহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ইসলামাবাদ। যা অব্যাহত ছিল ৬০ জন পর্যন্ত। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দাবি, এর ফরে ১০০-১৫০ ভারতীয় বিমানের পরিষেবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু এতে আখেরে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গই করেছে পাকিস্তান। কেননা এর জন্য তাদের হয়েছে বিপুল অক্ষের লোকসান। সব মিলিয়ে ৪.১ বিলিয়ন পাকিস্তানি টাকা। যা ভারতীয় মুদ্রার হিসেবে ১২৭ কোটি টাকা। এর আগে ২০১৯ সালেও একই কাজ করেছিল পাকিস্তান। তখনও তাদের ক্ষতি হয়েছিল ৫৪ মিলিয়ন ডলার। প্রসঙ্গত, পহেলাগাঁওয়ে হামলা চালিয়ে ২৬ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে পাক মদতপুষ্ট লঙ্ঘর-বাহিনীর জঙ্গি। এই নারকীয় হামলার পালটা দেয় ভারত। ইসলামাবাদের সঙ্গে একাধিক চুক্তি বাতিল করে দেয় নয়াদিল্লি। তাতে সীমান্তে উসকানি দিয়ে টানা ১২ দিন গোলাগুলি চালিয়েছিল। তারই প্রত্যাবাতে গত ৭ মে ভারতীয় সেনাবাহিনী পরিমিত হামলা করে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলি লক্ষ্য করে। যার পোশাকি নাম ‘অপারেশন সিন্দূর’। তাতে ৯টি জঙ্গি শিবির গুঁড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রায় ১০০ জঙ্গিকে নিক্ষেপ করতে সফল হয় সেনাবাহিনী। ভারতের পাল্টা সামরিক জবাব সামলাতে না পেরে সংঘর্ষবিরতির জন্য কাকূতিমিনতি করেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তাতে রাজি হয় নয়াদিল্লি। আর এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে যে হাতের পাশাপাশি ভাতেও মেরেছে ভারত তার প্রমাণ মিলল ফের। ভারতের জন্য নিজেদের আকাশপথ বন্ধ করে নিজেরাই ক্ষতির মুখে পড়ল।

বারাণসীর এক মন্দিরে আরতি চলাকালীন অগ্নিকাণ্ড

বারাণসী, ১০ আগস্ট : উত্তর প্রদেশের বারাণসীর এক মন্দিরে আরতি চলাকালীন অগ্নিকাণ্ড। তার জেরে আহত হয়েছেন ৭ জন। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাত্তাে। জানা গেছে, পূজো দিতে গিয়ে আগুনে ঝলসে যান ৭ জন পুণ্যার্থী। শনিবার বারাণসীর আত্মবীরেশ্বর মন্দিরের ঘটনা। দক্ষদের মধ্যে কয়েকজন শিশুও রয়েছে বলে খবর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আরতির সময়ে মন্দিরের সাজসজ্জায় হঠাৎ আগুন লাগে। শর্ট সার্কিট কিংবা প্রদীপের আগুন থেকে এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। স্থানীয় লোকজনের চেষ্টায় আতন নিয়ন্ত্রণে আসে। আহতদের কাছে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ভারতকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চান রাহুল গান্ধীঃ নিশিকান্ত

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট : লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তার অভিযোগ, ভারতকে বাংলাদেশে পরিণত করতে চান রাহুল গান্ধী। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেছেন, লোকসভার দলনেতা রাহুল গান্ধী এই দেশকে বাংলাদেশ বানাতে চান। নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে তিনি যেভাবে প্রশ্ন তুলেছেন, তাতে তাঁর বুঝতে হবে যে এখানে নির্বাচন বাংলাদেশি ভোটারদের মাধ্যমে পরিচালিত হবে না। রাহুল গান্ধী জানেন না যে, রাজীব গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন নির্বাচন কমিশনার প্রধানমন্ত্রীর কাফিলে বসতেন। রাহুল গান্ধী সেই বিদেশি শক্তির প্রতিনিধিত্ব করেন যারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতো শক্তিশালী নেতৃত্ব চান না।

ভদ্রেশ্বরে ঝুলনের মঞ্চে ফিরে দেখা শৈশব



মলয় সূর, ১০ আগস্ট : সোশ্যাল মিডিয়ায় ও হাইটেক এর যুগে অনেকটাই বদলে গিয়েছে শিশুদের বিনোদন। আজকের নতুন প্রজন্মার ঠাকুরমার ঝুলি,আবোল তাবোল, রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনে চমকিত হয় না। হারিয়ে যাওয়া সেই পুরানো শৈশবের স্মৃতিকে উসকে দিতেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের কালচার, তাদের জীবন, জীবিকা সম্পর্কে ধারণা ফুটিয়ে তোলো হয়েছে ভদ্রেশ্বর ডক্টর চট্টচারি চ্যাটার্জি স্টুডি এ ‘ দাস বাড়ির ঝুলন উসবের মঞ্চে অনেকটাই নজর কেড়েছে। ভদ্রেশ্বর ‘ নামাঙ্কিত বাড়ির স্থলে মৃত্যুঞ্জয় দাস পেশায়স্থানীয় স্কুলের ক্লাক। তিনি বলেন, এই ঝুলন উসব ৫৬ তম বর্ষে পদার্পণ করল। এক সময়ে প্রয়াত গৃহকর্তা বলহরি দাস বৃন্দাবন থেকে অষ্টধাতুর রাধা

গোবিন্দ মূর্তি নিয়ে আসেন। সেই মূর্তি শ্রাবণ মাসের একাদশীর দিন ঝুলনের দোলনায় ওঠে এবং ঝুলনের শেষে রাখি পূর্ণিমার দিন নামানো হয়। এখন পরিবারে ৮৫ বছরের গৃহকর্তৃ কমলা দাস দেখাচ্চা করছেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতি, কীর্তন ও ভজন হয়। এই দিনগুলিতে ছোট-বড় সবাই সেখানে ভিড় জমায়। এখনকার বাচ্চারা পড়াশোনার চাপে আনন্দ করতে পারছে না। এবারে নানা ধরনের মাটির পুতুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। যা আমাদের মন ভালো করে দেয়। এক কথায় ঝুলন উসব শৈশবের স্মৃতিকে মনে করিয়ে দেয়।

Name Change
I, Shara Begum wife of Ghulam Md Mustafa, residing at 99/2, Pilkhana 2nd Lane, P.S.- Golabari, Howrah-711101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sitara Begum as declared before the Notary Public at Kolkata dated 08/08/2025. Shara Begum and Sitara Begum both are same and one identical person.

ছত্তিশগড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই বাইক আরোহী

গৌরেলা, ১০ আগস্ট : ছত্তিশগারে গৌরেলা জেলায় এক পথ দুর্ঘটনায়, মৃত দুই বাইক আরোহী, আহত আরও দুই। ঘটনাটি ঘটেছে, শনিবার রাতে গৌরেলা জেলার বান্ধা মুন্না ব্যারিয়ারের কাছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এদিন রাধি বন্ধন উপলক্ষে বাইকে করে ৪ জন যুবরে বেরিয়েছিল। ফেরার পথে বান্ধা মুন্না ব্যারিয়ারের কাছে বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে প়াে তারা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সানি (২৫) ও দুর্গাবতী (২০)-রাখবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত দুই যুবক সুরেশ ও সন্মীকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তেজস্বীর মতো মানুষজন গণতন্ত্রের বিপজ্জনক : বিজয় সিনহা

পাল্টা, ১০ আগস্ট : আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের তীব্র সমালোচনা করলেন বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা। তার কথায়, তেজস্বীর মতো মানুষজন গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। রবিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে তেজস্বী যাদব বলেন, বিজয় কুমার সিনহার নাম দিয়ে টি এপিএক নম্বর রয়েছে।এই অভিযোগ খন্ডন করে সাংবাদিক সম্মেলনে বিজয় কুমার সিনহা বলেছেন, এই লোকজন সংবিধানে বিশ্বাস করে না এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ায়, যা গণতন্ত্রের জন্য বিপদ। সংশোধনের জন্য এক মাসের সময় দেওয়া হয়েছে। সেই সংশোধনীর কারণে, আমরা আমাদের বিএলও-কে অপসারণের জন্য আবার চিঠি লিখেছি।

নাম পরিবর্তন
আমি Soma Roy alias Soma Datta (Roy) (পুরাতন নাম) পিতা Subhash Chandra Datta খানী Sourabh Roy চিকনা Devaloke Heights Flat 4A, 142A Raja S C Mullick Road, Kolkata - 700092, West Bengal India কলকাতায় নোটারি গারলিক Dated 08-08-2025 এর Affidavit no 522025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Soma Datta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলো। Soma Datta (নতুন নাম) ও Soma Roy, Soma Datta (Roy) (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I,SAJJAD HOSSAIN MOLLA son of Late TASADDAQUE HOSSAIN MOLLA, residing at 45,Molla Para Lane,P.O.& P.S.-Shibpur,Dist-Howrah, PIN- 711102,West Bengal.As Per Aadhaar card,Voter card,Ration card , PAN Card &Madhyamik Admit Card my father's name is TASADDAQUE HOS- SAIN MOLLA.My father's name had been recorded as TASADDAQUE HOS- SAIN MOLLA in my passport vide No.N32124522. That TASADDAQUE HOSSAIN MOLLA and TASADDAQUE HOSSAIN MOLLA is same and one identical person vide Affidavit in the court LD.1st Class Judicial Magistrate at Howrah, date- 08/08/2025.

Name Change
I,P.GANESH PATRUDU son of Shankar Rao .residing at - Dhali-para,Haridevpur ,P.O.- R.C Thakurani,Kolkata .PIN -700104,West Bengal.My original and correct name is P.GANESH PATRUDU as per Aadhaar Card being no -3651 1659 2950. My name recorded in my PAN Card as GANESH PATRUDU vide no BRFP5262G .That P.GANESH PATRUDU and GANESH PATRUDU is the same and one identical person vide Affidavit No 17307, LD. 1st Class Magistrate at Alipore, date- 06/08/2025.

Name Change
I, ANKITA ROY (Old Name) W/O HILLLOO MANDAL Residing at Vill-Akaipur, P.S.-Gopal Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743710 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ANKITA MANDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 08-08-2025. ANKITA ROY (Old Name) and ANKITA MANDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, PRABIR RAY and PRABIR ROY (Old Name) S/O BIRINCHI KUMAR RAY Residing at 50/1, Sreema Road, P.O.- Rabindra Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700065 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as PRABIR KUMAR RAY (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 08-08-2025. PRABIR RAY and PRABIR ROY (Old Name) and PRABIR KUMAR RAY (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, SURAMA (Old Name) D/O BALAI MUKHERJEE Residing at Yashodhara Chawh D B Pawar Chowk Ramabai Colony, P.O.-Pant Nagar, District - Mumbai, Pin - 400075 Maharashtra, India have changed my name and shall henceforth be known as SURAMA HARISH CHATTERJEE (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide affidavit no 108 dated 29-07-2025. SURAMA (Old Name) and SURAMA HARISH CHATTERJEE (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, CHATTERJEE RIYA ANIL (Old Name) W/O ANIRBAN KUMAR SAMADDAR Residing at 63, Tarankhat Bazar, P.O.-Bedia Para, P.S.-Nager Bazar, District - Barrackpore, Pin - 700077, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as RIYA SAMADDAR (New Name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore vide affidavit no 108 dated 29-07-2025. CHATTERJEE RIYANIL (Old Name) and RIYA SAMADDAR (New Name) both are same and identical person.

‘ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে’ এ কথা জানতেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়



কৌশিক দাসঃ ‘ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে’ এ কথা জানতেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তা বলে মাঝরাতে ফুটপাথ বদল করতে গিয়েছিলেন কিনা, জানা নেই। তবে মাঝরাতে তাকে কলকাতার ফুটপাথ থেকেই উদ্ধার করেছিলেন এক বাস ড্রাইভার। বাস গ্যারেজ করতে ডিপোতে আসার পথে দেখতে পান শক্তিকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জানা কবিতা, অজানা মানুষ। আজও তিনি রূপকথার মতোই মায়াময়। সে সময় তো আর সোশাল মিডিয়া নেই যে, সবাই সবার মুখ চিনেনো। আর টিভির যুগও তেমন পাকেনি। তবু চিনতে করে গেলেন সে ড্রাইভার। কবিতার প্রতি কিছু টানও ছিল তাঁরাফুটপাথ থেকে কবিকে সংঘে বাসে তুলে দোভালা বাস নিয়ে কবির গলির সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই ড্রাইভার। চলশক্তিহীন শক্তিকে পরম মতায় পৌঁছে দিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। বাড়ি তো পৌঁছলেন শক্তি। কিন্তু ঘরে পৌঁছলেন কি? বাইরেই বোধহয় দাঁড়িয়ে ছিলেন অকারণ জেদের সেই অমূল্য মানুষটি। ‘না আর ঘরের মধ্যেই কপালে কি পরেছেযাব না আর ঘরে’। ঘর বন্মানো যে এক কবির পক্ষে কি যন্ত্রণার, তা যারা বসন্ত করেন সে ঘরে, তাঁরা মজ্জায় মজ্জায় জানেন। অকস্ম শক্তির মতো বৈশিষ্যি দুর্মর দুর্গান্ত কবি যদি হন, তবেই পাওনা পুরস্কার ভবিষ্য কিছুই হিসেব করা হয় না য়াঁর। স্বজনরা অভিমান করেন। স্বাভাবিক। দায় পালন করতে না পারার অভিমান।

উত্তর-পূর্ব রেল পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উদযাপন করছে

গোরখপুর, ১০ আগস্ট : রেল প্রশাসন পরিচ্ছন্নতার অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা উন্যাপন করছে। ভারতীয় রেলওয়েতে উদ্‌যাপিত স্বচ্ছতা পশোয়াড়ার প্রথম পর্যায়ের দশম দিনে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের লখনউ, বারাণসী এবং ইজ্ঞতনগর বিভাগে অনেক পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই অভিনব রেলওয়ের কার্যক্রমের সমস্ত ক্ষেত্রে যেমন স্টেশন, ট্রেন, কলোনি, অফিস, ডিপো এবং কারখানা ইত্যাদিতে পরিচ্ছন্নতার প্রতি আমাদের প্রচেষ্টাকে অর্থবহ করে তুলবে এবং রেলকর্মী এবং যাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।একই ধারাবাহিকতায়, ১০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে, লখনউ বিভাগে, গোরখপুর, বস্তি, খলিলাবাদ, গোস্তা, অহিশবাগ এবং লখনউ জংশন স্টেশনগুলিতে একটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, যার অধীনে স্টেশনগুলিতে কর্মরত স্বাস্থ্য পরিদর্শকরা, স্টেশনে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী এবং রেলওয়ে কর্মচারীদের সাথে, পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত স্লোগান, পোস্টার এবং ব্যানার সহ একটি জনসচেতনতামূলক র‍্যালি বের করেছিলেন। বস্তি স্টেশনে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা করা হয়েছিল।বারাণসী বিভাগের ছাপড়া স্টেশনে সাফাই মিত্রদের জন্য একটি ‘ পরীক্ষা শিবির’ আয়োজন করা হয়েছিল। সমস্ত প্রধান স্টেশনে সাফাই মিত্রদের জন্য একটি ‘ কর্মশালা’ আয়োজন করা হয়েছিল। একটি পরিষ্কার খাদ্য কর্মসূচিও আয়োজন করা হয়েছিল। স্টেশন এবং ডিভিশনের অফিসগুলিতে প্রভাতফেরি এবং পথনাটক পরিবেশনের মাধ্যমে যাত্রী এবং রেল কর্মীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছিল।

নববারাকপুর শতদল অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে কৃতী সংবর্ধনা

নববারাকপুর,১০ নববারাকপুরের বহুমুখী সামাজিক, সেবা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সংগঠন শতদল অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে রবিবার নিজস্ব সংঘ প্রাঙ্গণে হল পুরসভার ৭ ও ৮ নং ওয়ার্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের উসাহ প্রদানে সংবর্ধনা ও সংঘের প্রয়াত সদস্যদের স্মরণ সভাহয়। কৃতী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা ও মানবিক দান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভাবর উপপুরপ্রাধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পূর্ব প্রতিনিধি জয়গোপাল ভট্টাচার্য, শোভা রায়, জনপ্রিয় চিকিসক ডাঃ নিতাই পদ রায়, ডাঃ অর্ণব রায়, নববারাকপুর থানার আইসি সুমিত কুমার বেন্দ্য সহ সংঘের কবিতা ও নবীন সদস্যরা মহিলা বৃন্দ। অনুষ্ঠানে থানার আইসি স্বরাজিত কবিতা পাঠ করেন। চিকিসক ডাঃ নিতাই পদ রায় খালি গল্পটি রুট দীপ্তির সঙ্গীত পরিবেশন করেন।অনুষ্ঠান সম্বলানরা দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক অন্মন দাশগুপ্ত। কৃতী পড়ুয়াদের গোলাপ ফুল, স্মারক, গল্পের বই, কলম মিষ্টি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। কৃতী পড়ুয়ারা তারা তাদের নিজস্ব চরমপট্যটির অভিজ্ঞতার কথা ভুলে ধরে সংগঠনের মানবিক উদ্যোগের ভূয়শি প্রশংসা করেন ।

পাট শিল্পকে পুনর্জীবিত করার বার্তা নিয়েই খুটি পুজোর মাধ্যমে ৮০ তম বর্ষের পুজোর সূচনা



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট : পাট শিল্পকে পুনর্জীবিত করার বার্তা নিয়েই খুটি পুজোর মাধ্যমে ৮০ তম বর্ষের পুজোর সূচনা নব্বীপের দেয়ারাপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব পুজা কমিটি। শহরের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্য বাহী পুজোগুলোর মধ্যে এটি একটি, বিগত দিনে একাধিক বার কখনো মস্তন সজ্জায় কখনো প্রত্নিময় জেলার মধ্যে সেরার পুরস্কার জিতেছে এই পুজো কমিটি, পাশাপাশি রাজ্য সরকারের সেরা পুজোর পুরস্কারও পেয়েছে এই পুজো কমিটি। রবিবার খুঁটি পুজোর মাধ্যমে এবছরের পুজোর সূচনা হয়, পুজো কমিটি সদস্য সৌমকান্ত ভট্টাচার্য জানান এবছর তাদের পুজো ৮০ তম বর্ষে পদার্পন করলে, এবছর তাদের থিমে ভাবনা শিল্প যোথানে পথ দেখায়। তিনি বলেন রাজ্যে বিলুপ্তের পথে পাট শিল্প, সেই পাট শিল্পকে পুনর্জিবিত করার বার্তা নিয়েই তাদের এই ভাবনা, মস্তপের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই হচ্ছে প্রতিমাও, পাশাপাশি পুজোর অনুদান বৃদ্ধি করার জন্য পুজো কমিটির তরফে মূখ্য মন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানানো হয়। মোটের

তৎকালীন কবিরা। আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তো ইচ্ছে করে দুইমি করতেন, ‘স্বাভী তুমি কি আমার একবারটি চুমু খেতে দেবে?’ বন্ধুদের মধ্যে এ সবই নির্দোষ মজা। শক্তির কিন্তু মেয়েদের নিয়ে এই ব্যাপারটা কখনও ছিল না বলে জানিয়েছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রীর বয়ানে, আমার বরং ওঁকে দেখে কেমন মায়। হতো! মায়েরের যেমন সবচেয়ে দুষ্ট ছেলোটার ওপরে বাড়তি স্নেহ থাকে। আমার মনে হয়, মদ খেলে সুনীল খানিকটা বেশি ‘হোশ্বন্ত করতে পারত। চট করে অতটা বেসামাল হতো না। হলেও চুপচাপ থাকত। শক্তি তুলনায় বেশি হইচই করতেন। হয়তো একটু বেশি তাড়াতাড়ি অনেকটা খেয়ে ফেললেন! তার পর কয়েক বার বললেন, ‘ শক্তি চট্টোপাধ্যায়!’ কিংবা হয়তো নিজদের মধ্যে একটু গালাগাল করলেন। সুনীলকে দু’-একবার দেখেছি, এই সময়ে ওঁকে সামলাচ্ছে, ‘ উ-ছ এখানে কিন্তু এ সব কথাবার্তা হয় না।’ প্রথম প্রথম লোকটাকে নিয়ে আমার একটু জড়তা ছিল। শক্তিকে একটু ভয়-ভয়ও করত। কিন্তু ক্রমশ সে-সব কেটে গিয়েছিল। তখন মনে হতো, যাই একটু মাখায় হাত বুলিয়ে দিই, কয়েক বার দিয়েওছি! বলেছি, ‘ আপনারা পারেনও! কেন এত খান?‘ কী যে করেন! ‘শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলতে তো কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা সুনীলের বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়- যা-ই হোক, আমার কাছে শুধুই কিছু সুস্মৃতি। শক্তি আর শঙ্খ ঘোষের কবিতা পড়া আমার বিশেষ প্রিয়। শক্তির খোলা গলায় কবিতা পড়ার মধ্যে একটা নিজস্বতা ছিল। ‘ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে’ বা ‘অবনী বাড়ি আছে’ তো শক্তির সিগনেচার কবিতা। আমার কিন্তু ‘ওই বাঘটা’ও বড্ড প্রিয়...সেই যে ‘ভালোবাসার বাঘ বেরোল বনে’! তবে কবিতার

প্রতীক্ষার অবসান, প্রথম বাতানুকূল লোকাল ট্রেনের সূচনা শিয়ালদহে

কলকাতা, ১০ আগস্ট : রাজ্যে বাতানুকূল ইএমইউ ট্রেনের শুভসূচনা হয়ে গেল। যাত্রীদের



সুবিধার্থে নতুন ভ্রমণ অভিজ্ঞতার সূচনা হল। শিয়ালদহ রেল স্টেশনের ১২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন মধ্যে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই রবিবার যাত্রার উদ্বোধন হয়েছে। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী



কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানা গিয়েছে বাঁধ এলাকায় গঙ্গা নদীর বিপদশীমা ২২.২.৫ মিটার। রবিবার সকালে গঙ্গার ‘আপ স্টিম’ে অর্থাৎ ব্যাডখণ্ডের দিকে গঙ্গা ২৬.৪০মিটার উচ্চতায় বইছে এবং ‘ডাউন স্টিমে’ গঙ্গা ২৬.৪৮ মিটার উচ্চতায় বইছে।বাঁধ প্রকল্প সূত্রের খবর ব্যাডখন্ড থেকে বিপুল পরিমাণ জলপ্রবাহ ব্যারেজের দিকে বয়ে আসতে শুরু করায় প্রকল্পের বেশিরভাগ গেট রবিবার সকাল থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে। আজ সকাল থেকে সেখানে ১৪.৫ লক্ষ কিউসেক হারে জল ছাড়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত গঙ্গা নদী ব্যাডখণ্ড থেকে মুর্শিদাবাদ জলপ্রবাহ প্রবাহিত হয়ে আসার পর ফরাঙ্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের দিকে এই নদীর জল প্রবাহের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করো। কিন্তু যে বিপুল পরিমাণ জলরাশি এই মুহূর্তে ‘আপ স্টিম’ থেকে বয়ে ব্যারেজের দিকে আসছে তা আটকে রাখার ক্ষমতা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ নেই। জলের চাপ বেশি বাড়লে ব্যারেজ ভেঙেও পর্বন্ত যেতে পারে। সূত্রের খবর, সেই কারণে গত প্রায় ১৫ দিনের মধ্যে সর্বাধিক হারে ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ জল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর ফরাঙ্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ বিপুল পরিমাণ জল ছাড়তে শুরু করায়

মেট্রো নতুন পরিষেবা চালু করবে

কলকাতা, ১০ আগস্ট : মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! প্রিন লাইন-১, প্রিন লাইন-২ এবং পার্পল লাইন মেট্রো পরিষেবা ১১.০৮.২০২৫ (সোমবার) থেকে আবারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।যাত্রীদের চাহিদা মেটাতে, মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ প্রিন লাইন-১, প্রিন লাইন-২ এবং পার্পল লাইনে মেট্রো পরিষেবা এবং পরিষেবার সময় বাড়াতে চলেছে।প্রিন লাইন-১এই প্রান্তে মোট ১০৮টি পরিষেবা (৫৪টি আপ ৫৪টি ডেন) পরিচালিত হবে। বর্তমানে, প্রিন লাইন-১-এ সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত প্রতিদিন ১০৬টি পরিষেবা (৫৬টি আপ ৫০ ডেন) পরিচালিত হচ্ছে। এই করিডোরে পরিষেবার সময় ০৬.৫৫ থেকে ২২৩০ টার পরিবর্তে ০৬.৩৫ থেকে ২২,০০ টার মধ্যে বৃদ্ধি পাবে।প্রথম পরিষেবা শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক স্টেশন ৫ পর্যন্ত ০৬,৩৫ টার পরিবর্তে (০৬,৫৫ টার পরিবর্তে)সল্টলেক স্টেশন ৫ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ০৬,৪০ টার পরিবর্তে (০৭,০০ টার পরিবর্তে)শেষ পরিষেবাশিয়ালদহ থেকে সল্টলেক স্টেশন ৫ পর্যন্ত ০২,,৩৫ টার সময়ে (কোনও পরিবর্তন নেই)সল্টলেক স্টেশন ৬ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ।

আরামবাগে ভাঙল সেতুর একাংশ

আরামবাগ, ১০ আগস্ট : আরামবাগে দ্বারকেশ্বর নদের উপর ভেঙে পড়ল ব্যস্ততা রামকৃষ্ণ সেতুর রেলিংয়ের একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ভাঙা অংশটুকু ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দিয়েছে পুলিশ। এই রামকৃষ্ণ সেতু বাকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পুরুলিা-সহ ৫টি জেলার যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। প্রতিদিন প্রচুর বাস থেকে শুরু করে পণ্যবাহী ট্রাক চলে। এছাড়াও বাইক ও ছোট গাড়িতো আছে।। সেহুটি ভেঙে পড়লে যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেকটা ক্ষতি হবে বলে অনুমান স্থানীয়দের। ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

যাত্রীবাহী চলন্ত বাসে আচমকা আগুন! বিমানবন্দরের কাছে দুর্ঘটনায় আতঙ্ক

দূরন্ত বার্তা, দমদম, ১০ আগস্ট : ছুটির দিনে যাত্রীবাহী চলন্ত সরকারি বাসে আচমকা অগ্নিকাণ্ড! কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে এই দুর্ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, আগুনে পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত ওই সরকারি এসি বাসটি। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই এখনও। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দমকল ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তুমুল আতঙ্ক ছড়িয়েছে যাত্রীদের মধ্যে। কীভাবে আগুন লাগল চলন্ত বাসে, তা এখনও বোঝা যায়নি বলে জানায় দমকল বিভাগ। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

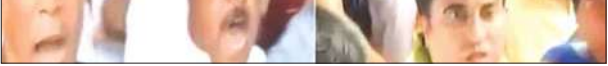
রবিবার ঘড়িতে সময় তখন প্রায় ১২টা ছুইছুই। দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ থকিমের একটি বাস, বাসসত থেকে গড়িয়া রুটে যাচ্ছিল। বাসে ২৫ থেকে ৩০ জন যাত্রী ছিলেন। কলকাতার দিকে আসার সময়ে এয়ারপোর্ট হোটেল ক্রসিংয়ের কাছে আচমকাই ঘটে দুর্ঘটনাটি। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে বাসে। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীদের নামিয়ে বাস খালি করে দেওয়া হয়। খবর



করে। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন নিতে যায়। তবে অগ্নিকাণ্ডের জেরে বাসের সম্পূর্ণ ক্ষতি হয়েছে বলে জানান দমকল অধিকারিকরা। কীভাবে চলন্ত এসি বাসটিতে আগুন লাগল, সে বিষয়ে এখনও অন্ধকারে। বিমানবন্দর থানার পুলিশ ও দমকল। তবে প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ড হতে

এসি লোকালে সুকান্তকে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান,দমদম স্টেশনের বাইরে চরম উত্তেজনা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট : এসি লোকালের উদ্বোধনের দিনও সংঘর্ষে জড়াল তৃণমূল-বিজেপি। রবিবার দমদম স্টেশনে এসি লোকাল থেকে নামতেই বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ও তাঁর অনুগামীদের উদ্দেশে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান ওঠে। তার জেরে স্টেশনের বাইরে শোরগোল শুরু হয়। বিজেপি পালাটা অভিযোগ করে যে স্টেশনের বাইরে জমায়েত করা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের নেতা, কর্মীরা মহিলাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেন। তার জেরে দু’পক্ষের মধ্যে রীতিমতো হাতাহাতি শুরু হয়। তুমুল উত্তেজনার পরিস্ଥିতি তৈরি হয়ওয়ায় রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। রবিবার রানাসাট-শিয়ালদহ এসি লোকালের উদ্বোধন হয়েছে। এমন ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে



শিয়ালদহ স্টেশনে হাজির ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রীক ভট্টাচার্য, সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, জগন্নাথ সরকার, শান্তনু ঠাকুররা। এসি ট্রেনে সওয়ার হল সুকান্ত মজুমদার। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দলীয় কর্মী, সমর্থকরা। দুপুর ১২টা নাগাদ ট্রেন উদ্বোধনের পর তাতে চড়ে শিয়ালদহ থেকে দমদম পর্যন্ত আসেন তাঁরা। সুকান্ত ও অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা দমদমে নেমে স্টেশনের বাইরে আসেন। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দর মূর্তিতে মালা দিতে যান

দলের সাথে কথা বলে যা বলার বলব সাংবাদিকদের-মহিম রায়

শিল্পী দত্ত কোচবিহার ১০ আগষ্টঃ ডাইয়াগুডি তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের হেলেকে গতকালে দিনে দুপুরে ডোডেয়ার হাটে গুলিবিদ্ধকর একদল দুষ্টুতা ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তা ইতিমধ্যে তা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। গতকালের পর রবিবার সকাল থেকে ডাইয়াগুন্ডি এলাকায় দোকানপাট ছিট বাজার ছিল সব বন্ধ মতোয়ান ছিল বিরাট পুলিশ বাহিনী। থমথমে ছিল তার বাড়ির পরিবেশ। যদিও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অমর রায়ের বাবা মহিম রায় বলেন – গতকাল প্রথমে আমি স্তনতে পাইলেই ঘটনার কথা তারপর আমি যেতে চাইলেও আমাকে যেতে দেওয়া হয়নি যদিও পরবর্তীতে খবর আসে আমার হেলেকে গুলি করা হয়েছে। এর পিছনে তাহলে কি বিজেপির রয়েছে এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য তিনি বলেন – কারা রয়েছে এখনও বলা যাবেনা তবে দলের কোন অংশ থাকলে থাকতে পারে অর্থা গোষ্ঠী কেন্দ্রল থাকতে পারে অথবা বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাও এই ঘটনা ঘটাতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন যদিও তিনি বলেন দলের সাথে কথা বলবে তারপরে যা জানানোর জানানো। তবে কিছুটা খুবই সুরি তিনি বলেন এর আগে এখন তার স্ত্রী ডোটেই দাঁড়িয়েছিল তখন দলেরই বেশ কিছু পুরনো

E TENDER NOTICE
Online bids are invited the year 2025-26 from bonafied contractors for listed work from 15th CFC untied fund 2025- 26 in re-spect of tender id- (1) 2025_ZPHD 889333 (1) ii) 2025_ZPH_ 889329 (1 to 4) last date of dropping tender 18.08.2025 upto 12 pm. Opening date - 20.08.2025 at 12 pm. For details information contact to the undersigned. Sd/- prodhan Kusumgram Gram Panchayet
এমটিএজ আলি লস্কর মহাশয় ইংরেজীর ২৯.১২.২০২২ তারিখে সাদাম হোসেন মাল্লিক দীর্ঘ মহশয়ানকে ৭৬৯১ নং ও মনোত্রাজ আলি লস্কর মহাশয় ইংরেজীর ১৬.১২.২০২২ তারিখে শাহেন্সা মোল্লা মহাশয়কে ৭৪৪১ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন হাওড়ার ডি. এস. আর-১ রেজিস্ট্রি অফিসে, ও মোকত্তারা কোম দীং মহশয়গান ইংরেজীর ২৯.১২.২০২২ তারিখে হামিদ সর্দার মহশয়কে ৪৫৩৫ নং এবং মোসতারি কোম দীং মহশয়গান ইংরেজীর ২০.০৩.২০২১ তারিখে ওরাদে হোসৈন মাল্লিক মহাশয়কে ২৫১৯ নং পাওয়ার দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এন্স. আর. রেজিস্ট্রি অফিসে, কংপসে, সল্ক্য আমদোবোর মহশয়গান ইংরেজীর ০৩.০৪.২০২৪ তারিখে জেবাস পাণ্ডাচাঁ লস্কর মহশয়াকে ৬৫১৭ নং এবং সাহিল আফ্রিন লস্কর মহশয়কে ৬৫১৫ নং দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন হাওড়ার এ্যা. ডি. এন্স. আর. রেজিস্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বসল সাদাম মাল্লিক মহশয় ১২৬৯ নং দলিল রেজিস্ট্রি করিয়াছেন ইংরেজীর ২৭.১১.২০২৪ তারিখে হাওড়ার এ্যা. ডি. এন্স. আর. রেজিস্ট্রি অফিসে, এখন নান খালিজ কারার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোনো ব্যক্তিরা এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগন্নাথ ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মোজা- একসার, ডে. এল.- ০৪ হাল দাগ নং-৮৭৮।

‘কামব্যাক’ সফরে হেটেছেন ‘ব্যাকগিয়ারে’! দুঃস্বপ্নের সিরিজ নিয়ে কী জানালেন করুণ নায়ার?

বেঙ্গালুরু, ১০ আগস্ট: আট বছর বাদে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন। ব্যাকড্রপে ঘরোয়া ক্রিকেটে গাদাখানেক রান, নিরবচ্ছিন্ন কর্ম, অটুট ধারাবাহিকতা, কাউন্টি ক্রিকেটে পাকানো হাত এবং অবশ্যই মানসিক শিমে। প্রকৃতি মাঠে ইংল্যান্ড লায়সের বিরুদ্ধে যখন বিশতরান করলেন, সবাই ভেবেছিল এজবাস্টন কি লর্ডসেও একই ধার, একই ঝলক দেখাবেন করুণ নায়ার! কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সেটা হয়নি। সিরিজজুড়ে সুযোগ পেয়েছেন। সেভাবে রান পাননি, ব্যাক পেয়েছেন, ফের জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু যে প্রত্যাশার ফানুস উড়েছিল, তা রাতারাতি গায়েব! সমর্থকদের সমানুভূতি বদলে গিয়েছে বিরক্তির! পাঁচ ম্যাচের সিরিজে একমাত্র অর্ধশতক এল শেষ টেস্টের প্রথম ইনিংসে, লডনের ওভালে। দ্বিতীয় ইনিংসে ফের নিশ্চেষ্ট। সেই ম্যাচটাই ছিল করুণের ‘কমব্যাক’ সফরের একমাত্র উজ্জ্বল মুহূর্ত। ব্যতিক্রমও বটে! ঘরে-বাহিরে সমালোচনায় যখন বিক্র হচ্চেন, জল্পনা উঠছে-হ্যাডো-বা জাতীয় দলের হয়ে শেষবার জার্সি গায়ে চড়ালেন, ঠিক তখনই, সিরিজ শেষে নিজের হতাশা এতটুকু আড়ল করলেন না করুণ। ইএসপিএনক্রিকইনফোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি অকপটে বললেন, “ওভালে যে শুকুটা



করেছিলাম, সেটাকে সেধুর্গিতে রূপ দিতে না পারায় আমি হতাশ। তবে পিছনে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, প্রথম দিনের পরিস্থিতি দলের জন্য বেশ কঠিন ছিল। সেখানে ধীরে ধীরে সেট হয়ে রান করাটা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। আগে এখানে ভালো খেলেছি। নর্থাম্পটনশায়ারের হয়ে সারে-র বিরুদ্ধে ১৫০ করেছিলাম। কিছুটা স্নায়ুর চাপ থাকলেও শরীরে উদ্যম ছিল। ভেবেছিলাম শতরান আসবে। সেটা হয়নি!” সেধুর্গির পাননি করুণ। সিরিজও জিতে ফেরেনি ভারত, ২-২ সমতায় শেষ হয়েছে। ব্যক্তিগত মিশন অধরা থাকলেও তাঁর নিমোহি বিশ্লেষণ, “এটা ছিল ওটা-নামার সিরিজ। নিজেকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। কিন্তু সেটা হয়ে গেছে, সেটা ছেড়ে সামনের দিকে তাকানো প্রয়োজন। আগামী কয়েক মাসে কী করতে হবে, তার প্রকৃতি নিছি। যে স্তরেই খেলি না কেন, মনোযোগ ধরে রেখে বড় রান করতে হবে।” আপাতত জাতীয় দলের বেলা নেই। করুণের লক্ষ্য ঘরোয়া ক্রিকেট, আসন্ন মহারাজা ট্রফি। মাইসোর ওয়ারিয়র্সের হয়ে খেতাব ধরে রাখাই পরবর্তী চ্যালেঞ্জ।

অভিমন্যু ঈশ্বরণকে নিয়ে এ বার ব্যাট ধরলেন সৌরভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় পরবর্তী সময়ে বাংলা থেকে দীর্ঘ সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলার সুযোগ হাতে গোনা কয়েকজনই পেয়েছেন। যদি বলা যায়, সৌরভের পর দীর্ঘ সময় কে খেলেছেন? নাম আসবে ঋদ্ধিমান সাহা। টেস্ট টিমে একটা সময় বড় ভরসা ছিল ঋদ্ধিমান সাহার গ্লাভস। ব্যাট হাতেও ভরসা দিয়েছেন। এরপর বাংলার ক্রিকেটারদের মধ্যে মুকেশ কুমার, আকাশ দীপরা খেলেছেন। আর এক জন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে গিয়েছেন। সদ্য ইংল্যান্ড সফর শেষ হয়েছে ভারতীয় দলের। একবারিক তরুণ ক্রিকেটার সুযোগ পেয়েছেন। তেমনই দীর্ঘ আট বছর পর টেস্ট ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করা করুণ নায়ারও। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে গিয়েছেন বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভারত এ দলে খেলেছেন, নেতৃত্বও দিয়েছেন। বছর চারেক হয়ে গেল টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পাচ্ছেন। কিন্তু খেলার আর সুযোগ পাচ্ছেন না। ইংল্যান্ড সফরের আগে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায়

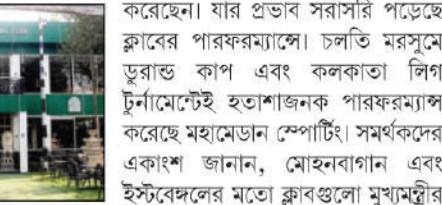


জানিয়েছিলেন বিরাট, রোহিত। মনে করা হয়েছিল, এ বার অন্তত সুযোগ মিলবে অভিমন্যুর। তা আর হয়নি। অভিমন্যুর বাবা রঙ্গনাথন একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, গম্ভীর নাকি আশুপ্ত করেছেন, সুযোগ পাবেন অভিমন্যু এবং সেটা দীর্ঘ সুযোগই হবে। এ বার অভিমন্যুর হয়ে ব্যাট ধরলেন ভারতীয় ক্রিকেটের অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। শহরে একটি অনুষ্ঠানে বাংলার ব্যাটার অভিমন্যুকে নিয়ে সৌরভ বলেন, “ওর অবশ্যই সুযোগ পাওয়া উচিত। টিমে অনেকজন ভালো প্রেয়ার থাকলে সুযোগ পেয়ে ওঠে না। আমি এখনও মনে করি একটা ব্যাটিং স্ট্রট খালি আছে। তিন নম্বর জায়গা খালি। সুযোগ পেলে যেন বাকিদের মতো লম্বা রান পায়। অপেক্ষা করতে হবে।” ইংল্যান্ড সফরে শুভমন গিল চারে ব্যাট করায় মনে করা হয়েছিল তিনি অভিমন্যুই খেলবেন। কিন্তু প্রথম বার ডাক পাওয়া সহি সুদর্শনকে খেলানো হলেও অভিমন্যু অপেক্ষাতেই রয়ে গিয়েছেন।

বাঁচানোর আর্জি মহামেডানকে, মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিল সমর্থকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট: শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব, সৌরভময় ইতিহাস। অথচ বর্তমানে আর্থিক সঙ্কটে দিশেহারা মহামেডান স্পোর্টিং। ক্লাবের প্রশাসনিক এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত টানাপোড়েন যেন সাপা-কালো সমর্থকদের কপালে চিত্তার ভাঁজ ফেলেছে আরও গভীরভাবে। ইনভেস্টর সংকট দীর্ঘায়িত হওয়ায় ক্লাবের ভবিষ্যৎ নিয়ে সংশয় ভুগছে গোটা মহামেডান পরিবার। এই পরিস্থিতিতেই এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হারস্ব হলেন মহামেডান সমর্থকদের এক প্রতিনিধি দল। রবিবার সকালে মহামেডান ক্লাবের সমর্থকদের এক যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা নবান্নে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন বলে জানা গিয়েছে। বর্তমানে ক্লাবের ফুটবলারদের বেতন বকেয়া এবং ইনভেস্টরদের দ্বন্দ্বের বিষয়গুলি তুলে ধরা হয় মুখ্যমন্ত্রীর সামনে। এক লিখিত স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন সমর্থকরা। স্মারক খবর, মুখ্যমন্ত্রী মন দিয়ে গোটা বিষয়টি শোনেন এবং পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সাড়া আশার আলো দেখাচ্ছে সাদা-কালো শিবিরের হাজার হাজার অনুরাগীর চোখে। গত কয়েক মাস ধরেই গভীর আর্থিক সঙ্কটের শস্যভূমি মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ইনভেস্টর সংস্থা ‘শ্রাচি’ শেয়ার হস্তান্তর না হওয়ায় তাদের বিনিয়োগ স্থগিত রেখেছে। অন্যদিকে, অপর

ইনভেস্টর ‘বান্ধারহিল’ ও স্পন্সর জানিয়ে দিয়েছে, বর্তমান অবস্থার মধ্যে তারা আর ক্লাবে অর্থ ঢালবে না। ফলে কার্যত কোনও রকমের আর্থিক সাপোর্ট পাচ্ছে না ক্লাবটি। এহেন জটিল পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে ফুটবলারদের বেতন বন্ধ রয়েছে। দিন দিন অসন্তোষ বেড়েছে দলে। শেষমেশ ফুটবলাররা প্রতিবাদে অনুশীলন বয়কট করেছেন। যার প্রভাব সরাসরি পড়েছে ক্লাবের পারফরম্যান্সে। চলতি মরসুমে ডুরান্ড কাপ এবং কলকাতা লিগ টুর্নামেন্টেই হতাশাজনক পারফরম্যান্স করেছে মহামেডান স্পোর্টিং। সমর্থকদের একাংশ জানান, মোহনবাগান এবং



ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবগুলো মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে নতুন দিশ পেয়েছে। মহামেডান স্পোর্টিং-ও সেই সুযোগের দাবি রাখে। আমাদের ক্লাবও বাংলার গর্ব, একে বাঁচানো দরকার। যদিও আগে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের বিনিয়োগ সমস্যা মুখ্যমন্ত্রী কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন। সেই উদাহরণকে সামনে রেখে মহামেডান সমর্থকরাও এখন তাঁর হস্তক্ষেপকেই শেষ ভরসা বলে মনে করছেন। এই প্রসঙ্গে এক সমর্থক বলেন, “ক্লাবের আর্থিক অবস্থা এখন এতটাই খারাপ যে, সরকার হস্তক্ষেপ না করলে সামনে হয়তো লিগ খেলাই কঠিন হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাস আমাদের নতুন করে সাহস জুগিয়েছে।” তাই সাদা-কালো শিবিরের এই টালমাটাল অবস্থায় এখন একমাত্র আশা মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত।

বিশ্বকাপে অনিশ্চিত, খেলতে হবে বিজয় হাজারে! বিরাট-রোহিতির সামনে টার্গেট বেঁধে দিল বোর্ড

মুম্বই, ১০ আগস্ট: ইংল্যান্ড সিরিজে জায়গা না পাওয়া থেকে বিশ্বকাপের অনিশ্চয়তা-বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার ভাগ্যাকাশ কতটা ঘুটঘুটে, তা ফের সামনে এল একটি রিপোর্টে। জানা যাচ্ছে, দুই মহাতারকাই নাকি অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফিতে নামতে উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু নির্বাচকরা স্টান জানিয়ে দেন, চূড়ান্ত বাছাই তালিকায় তাঁদের নাম থাকার সুযোগ কম। যে কারণে দুজনই বাধ্য হয়ে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানান। সিদ্ধান্তটা বাকিদের কাছে অপ্রত্যাশিত হলেও এমনটাই হওয়ার ছিল বলে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। টেস্টের অবসর-বিতর্ককে যদি আড়ালেও রাখি, তাহলেও দুই মহাবীরের দুর্ভাবনা কমার এতটুকু লক্ষণ নেই। টার্গেট যদি সাতাশের বিশ্বকাপ হয়, সেখানেও বিরাট কিংবা রোহিত-কারও জায়গা পাকা নয়-এই খবর ক’দিন আগেই সামনে এসেছিল। এবার এক্ষাপ এগিয়ে বিসিসিআইয়ের এক পদস্থ কর্তা জানিয়েছেন, নিজেদের কর্ম ও ফিল্ডিংয়ের পরীক্ষা দিতে দুজনকেই বিজয় হাজারে ট্রফিতে নামতে হবে। নয়তো দলে জায়গা মিলবে না। ওই টুর্নামেন্টের পারফরম্যান্স বিচার করে

তাঁদের রাখা হবে বলে প্রতিবেদকের দাবি। অর্থাৎ, বিষয়টা দাঁড়াল এই, বিরাট ও রোহিতির পক্ষে বিশ্বকাপের দলে জায়গা পাওয়া মোটেও সহজ হবে না। টি-টোয়েন্টি



ও টেস্ট না খেলার ফলে আন্তর্জাতিক ম্যাচের সুযোগ এমনটিতেই সীমিত। যে কারণে নির্বাচন কমিটি ও বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের মনে সংশয় দানা বেঁধেছে। আর তাই বিশ্বকাপের

দৌড়ে থাকতে হলে দুই তারকাকে ডিসেম্বরে শুরু হওয়া বিজয় হাজারে ট্রফি-দেশের ঘরোয়া একদিনের প্রতিযোগিতায়-খেলতেই হবে। টুর্নামেন্টে ভাগ না নিলে দরজা

সালের বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় নেই! সেখানে আরও দাবি করা হয়েছে, ইংল্যান্ড সফরে নামতে চেয়েছিলেন কোহলি ও রোহিত। কিন্তু নির্বাচকরা নাকি জানিয়ে দেন, তাঁদের জায়গাভারের সম্ভাবনা নেই। যে কারণে দুই তারকা নাকি টেস্ট ক্রিকেটকে আলবিদা জানানোর সিদ্ধান্ত নেন। অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতের পরবর্তী একদিনের সিরিজ। প্রতিবেদন মতে, সেই সিরিজই হয়তো কোহলি-রোহিতির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের শেষ অধ্যায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, এই বয়সে ঘরোয়া ক্রিকেটে দুজনের কারও ফেরার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। এই আবেহ ইংল্যান্ডে সদস্যমাণ্ট টেস্ট সিরিজে অধিনায়ক শুভমন গিলের সাফল্যও নির্বাচকদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করেছে। ভবিষ্যতের সব ধরনের ফরম্যাটের অধিনায়ক হিসেবে তাকে অনেকেই দেখতে শুরু করেছেন। এ ছাড়া, দলে একবারিক তরুণ ক্রিকেটারদের লাগাতার ভাল পারফরম্যান্স রোহিত-বিরাটের শূন্যতা মুছে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে নির্বাচকরা আগামী বিশ্বকাপের প্রকৃতিতে তাঁদের উপরই ভরসা রেখে খেতাবজয়ের রু-প্রিট ছকে ফেলতে চাইছেন। দুই মহাতারকা আপাতত সেই ছকে মোমান!

উত্তেজনার মুহূর্তে ‘ভুল শব্দ’! কি জানালেন সুরচির কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট: কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনকে ঘিরে বড় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন সুরচির সংঘের প্রধান কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আইএফএর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অভিযোগ তুলে সংবাদমাধ্যমে সর্বব হওয়ায় বড় শাস্তির মুখে পড়তে হল তাঁকে। শেষ পর্যন্ত রবিবার (১০ আগস্ট) সাংবাদিক সম্মেলন করে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইলেন এই অভিজ্ঞ কোচ। ঘটনার সূত্রপাত ৫ আগস্ট সুরচির সংঘ বনাম ক্যালকাটা কাস্টমস ম্যাচের পর। ম্যাচটি ২-২ গোলে শেষ হয়। খেলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রঞ্জন ভট্টাচার্য ‘বিশ্বেসারক অভিযোগ করেন, আইএফএ সুরচির সংঘের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। আমরা যেখানে ৬টি ম্যাচ খেলেছি, অন্য দলগুলি ইতিমধ্যে সাতটি করে ম্যাচ খেলে ফেলেছে। এতে আমাদের গেম রিদম নষ্ট হচ্ছে। আইএফএ সচিব অনিবার্ণ দন্তকে চ্যালেঞ্জ করছি, কেন এই বৈষম্য? এই মন্তব্যের পরেই আইএফএর তরফ থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া আসে। সংস্থার মতে, কোচের এই ধরনের মন্তব্য অবমাননাকর এবং আইএফএর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণকরী। এরপরই সুরচির সংঘ ক্লাবকে চিঠি পাঠিয়ে ৮ আগস্ট, বিকেল সাড়ে ৪টায় রঞ্জন ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে আইএফএর দফতরে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানেই জানানো হয়, সন্তোষজনক জবাব না মিললে কড়া শাস্তি অবধারিত। ৮ আগস্ট আইএফএর শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠকে হাজির হন রঞ্জন ভট্টাচার্য। যদিও সেদিন তিনি

তাঁর মন্তব্যের জন্য দুঃখপ্রকাশ করেন, তবু আইএফএ পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়নি। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাকে সংবাদমাধ্যমের সামনে আনুষ্ঠানিকভাবে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে এবং দুই ম্যাচের জন্য সাসপেন্ডও করা হয়। এই শাস্তি মেনে না নিলে পুরো মরসুমের জন্য তাঁকে নির্বাসিত করা হবে বলেও জানিয়ে দেয় নিয়ামক সংস্থা। এরই প্রেক্ষিতেই ১০ আগস্ট ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চান রঞ্জন ভট্টাচার্য। সেখানে তিনি বলেন, “সেদিন ম্যাচের পরে উত্তেজনার কারণে আমি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ‘চক্রান্ত’ শব্দটি ব্যবহার করা আমার উচিত হয়নি। আমি আইএফএর বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু বলতে চাইনি। এটি সম্পূর্ণভাবে হিট অফ দ্য মোমেন্ট ছিল। আমি দুঃখিত এবং অনুতপ্ত। আমি খেলাধুলার নিয়ম ও শৃঙ্খলা মানি। ভবিষ্যতে এমন ভুল আর হবে না।” সঙ্গে তিনি যোগ করেন, “আমার কিছু কথা যেটা আমার ক্লাব মারফত যদি বলতাম, তাহলে যেটা নিয়মে মধ্যে পড়ত। সেই জায়গা থেকে আমার ভুলই হয়েছে।” সঙ্গে ছিলেন সুরচির সংঘের সচিব স্বরূপ বিশ্বাসও। তিনি বলেন, “ঘটনার পরপরই আইএফএর শোকজ নোটিস আমরা পেয়েছিলাম। সেই অনুযায়ী আইএফএ অফিসে হাজির হয়ে আমরা আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলাম। কোচ রঞ্জন ভট্টাচার্য একজন সং এবং অভিজ্ঞ মানুষ। উত্তেজনার বশে ভুল কিছু মন্তব্য করেছেন। তাতে ক্লাব এবং কোচ দু’জনেই দুঃখপ্রকাশ করেছে।

২০ বছর পর! অনুর্ধ্ব ২০ মেয়েদের এশিয়ান কাপে ভারত

ইয়ালন, ১০ আগস্ট: ভারতীয় ফুটবলের খারাপ সময় কাটেনি। বিশেষ করে বলতে হয় পুরুষদের খেলার কথা। জাতীয় দলের পারফরম্যান্স দিনের পর দিন তলানিতে। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নিয়েও ধোঁয়াশা কাটেনি। সব খারাপের মাঝে কিছু কিছু বিষয় ফুটবল প্রেমীদের মুখে হাসি ফোটায়। ভারতের অনুর্ধ্ব ২০ মহিলা দলের সাফল্য তেমনই একটা বিষয়। দীর্ঘ ২০ বছর পর অনুর্ধ্ব ২০ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করল ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জনের জন্য ইয়ালনে এ দিন গ্রুপ ডি-র শেষ ম্যাচে আয়োজক মায়ানমারকে হারাতে হত। সেই কাজটাই করে দেখিয়েছে ভারত। মায়ানমারকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করে অনুর্ধ্ব ২০ ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন পূজা। ম্যাচের ২৭ মিনিটে



দুর্দান্ত গোল করেন পূজা। ভারত-মায়ানমার এই ম্যাচকে মনে দুই অর্ধে ভাগ করা যায়। প্রথমার্ধ পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেছে ভারতীয় দল। বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে গোল হয়েছে একটাই। দ্বিতীয়ার্ধে ছিল মায়ানমারের দাপট। কাউন্টার অ্যাটাকে বারবার চেষ্টা করে তারা। যদিও ভারতের মজবুত ডিফেন্স তাদের যাবতীয় চেষ্টা আটকে দিয়েছে। দীর্ঘ ২০ বছর পর এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন! ভারতীয় মহিলা ফুটবলের জন্য নিঃসন্দেহে ইতিবাচক দিক। ভারতীয় মেয়েরা শেষবার জুনিয়র মহিলা এশিয়ান কাপে খেলেছিল ২০০৬ সালে। প্রসঙ্গত, জুনিয়র ভারতীয় মহিলা দলের যাত্রা শুরু হয় ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র দিয়ে। এরপর তুর্কমেনিস্তানকে বিরুদ্ধে ৭-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দেয় তারা। সেই ম্যাচে অধিনায়ক শুভান্ধী সিং ও উইন্সার সুলঞ্জনা রাউল দু’টি করে গোল করেছিলেন। এছাড়াও শিবানী দেবী নংমৈকিপাম, থেইবিসানা চানু তেইজাম এবং পূজা একটি করে গোল পেয়েছিলেন।

ফুটবল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে বাধা! রাজ্য সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কেরালা রাষ্ট্রার্স এফসি-র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিও) অভিক চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ফুটবল ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সমর্থনের অভাব নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় ফুটবলের উন্নয়নে সরকারি সহায়তার অভাব দীর্ঘদিন ধরে একটি জ্বলন্ত সমস্যা। ক্লাবগুলো যখন তাদের অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে ফুটবলের ভিত্তি মজবুত করার চেষ্টা করছে, তখন রাজ্য সরকারের উদাসীনতা তাদের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি ‘খেল নাউ টিভি’-র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে অভিক চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে খোলাখুলি কথা বলেছেন। কেরালা রাষ্ট্রার্স, যিনি কেরালার ফুটবলপ্রেমীদের কাছে একটি অবেগের নাম, তাদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং তরুণ প্রজন্মের জন্য ফুটবলের পথ সুগম করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, “আমরা স্থানীয় শিশুদের জন্য একটি প্র্যাকটিক্যাল তৈরি করছি, যারা দেশের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখে। যেকোন শিশু তাদের রাজ্যের জন্য খেলতে চায়, আমরা তাদের জন্য একটি পথ তৈরি করে দিচ্ছি। ক্লাবটি শুধু ফুটবলের মাঠে প্রতিযোগিতা করছে না, বরং সমাজের উন্নয়নে এবং তরুণ প্রতিভাদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।” ভারতীয় ফুটবলের কাটানো এখনও শৈশব পর্যায়ের রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলোর জন্য সরকারি সহায়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) ক্লাবগুলো ইতিমধ্যেই

বিরাট অর্থ বিনিয়োগ করেছে, কিন্তু তারা এখনও লাভের মুখ দেখেনি। এখন যখন তারা তাদের গ্রাসকট প্রোগ্রামকে শক্তিশালী করার পরিকল্পনা করছে, তখন তারা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে নিয়ম-কানূনের ক্ষেত্রে শিথিলতা এবং সহযোগিতা আশা করে। অভিক চট্টোপাধ্যায় বলেন, “আমরা বিমূঢ়ম্বে



স্টেডিয়াম চাই না। আমরা কিছু ভর্তুকি চাই। আমরা যদি কিছু সংঘয় করতে পারি, তবে তা আবার ফুটবলের উন্নয়নেই বিনিয়োগ করা হবে। কেরালা রাষ্ট্রার্স শুধুমাত্র খেলাধুলার ক্ষেত্রে নয়, সমাজে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতেও অবদান রাখছে। তরুণ প্রজন্ম, যারা ফুটবলকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে চায়, তাদের জন্য ক্লাবটি একটি স্বপ্নের প্র্যাকটিক্যাল তৈরি করেছে। এই ধরনের উদ্যোগ শুধু ক্লাবের ভবিষ্যৎ স্থিতির জন্য নয়, বরং ভারতীয় ফুটবলের গ্লোবাল মঞ্চে উত্থানের জন্যও

গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম বড় সমস্যা হল অবকাঠামোর অভাব। বেশিরভাগ ক্লাবের নিজস্ব স্টেডিয়াম নেই, এবং তারা রাজ্য সরকারের উপর নির্ভর করে স্টেডিয়ামের জন্য। অভিক চট্টোপাধ্যায় জানান, একটি স্টেডিয়াম তৈরি করতে ২০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন, যা আইএসএল



ক্লাবগুলোর জন্য এই মুহূর্তে অসম্ভব। তিনি বলেন, “আমরা এখনই নিজস্ব স্টেডিয়াম তৈরির দিকে তাকাচ্ছি না। আমরা একটি কার্যকরী পিচ বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো তৈরি করতে চাই, যা আমাদের স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রাথমিক পদক্ষেপ হতে পারে।” কিন্তু এই ধরনের অবকাঠামো তৈরিতে সরকারি সহায়তার অভাব ক্লাবগুলোর জন্য বড় হতাশার কারণ। রাজ্য সরকার যদি ভর্তুকি বা নিয়ম-কানূনের ক্ষেত্রে শিথিলতা প্রদান করত, তবে ক্লাবগুলো তাদের

বিনিয়োগ আরও ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করতে পারত। কেরালা রাষ্ট্রার্স কালুর স্টেডিয়ামে খেলে, যেটি তাদের নিজস্ব নয়। এই স্টেডিয়ামে খেলার জন্য ক্লাবকে আর্থিক ও লজিস্টিকাল সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এ বছরের শুরুতে কোচি কর্পোরেশন ক্লাবকে ম্যাচের জন্য বিদ্যমান কর দাবি করে এটিশ জরি করেছিল। এই ধরনের আর্থিক চাপ ক্লাবের বাজেটের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়। এছাড়া, স্টেডিয়ামের একচেটিয়া ব্যবস্থাপনার অধিকার ক্লাবের হাতে না থাকায় লজিস্টিকাল সমস্যাও দেখা দেয়। মার্চের টার্গেট ক্ষতি একটি পুনরাবৃত্তিমূলক সমস্যা, যা খেলার মানকে প্রভাবিত করে। এই সমস্ত বাধা ক্লাবের কার্যক্রমে মসৃণভাবে পরিচালনার পথে বড় প্রতিবন্ধকতা। কেরালা রাষ্ট্রার্সের মতো ক্লাব, যারা রাজ্যের বিশাল সমর্থন পায়, তাদের জন্য সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা পালন করা এবং তরুণ প্রতিভাদের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জনে সরকারি সহায়তা ছাড়া পথচলা কঠিন। অভিক চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য স্পষ্ট-ক্লাবগুলো শুধু নিজেদের জন্য নয়, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ গড়তে কাজ করছে। সরকার যদি এই যাত্রায় তাদের পাশে থাকে, তবে ভারতীয় ফুটবলের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল হবে। ক্লাবগুলোর আশা, ভবিষ্যতে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়ম-কানূনের জটিলতা ফটিয়ে এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ফুটবল ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসবে। এটি শুধু ক্লাবগুলোর জন্য নয়, সমগ্র দেশের ফুটবলপ্রেমীদের জন্যও একটি জয় হবে।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • নবম সংখ্যা • ১ আগস্ট ২০২৫

ক্যানসার ও চিকিৎসা

● প্লাস্টিক সার্জারি - পরিবেশের পরিধি
● ব্যথা মুক্ত হয়ে আনন্দে বাঁচুন
● বৃদ্ধিরে শান
● যত দূরিচ্ছা পান সেই ততকৃ থাকার ইঙ্গিত দেয়
● পেরিকেরাল আর্টারি ডিজিজ
● মিনিমাল ইনভেসিভ কার্ডিয়াক সার্জারি (MICS)
● অ্যাপ্রোপ্রিও ও রক্তের তারলা
● মানবদেহে কিডনির কাজ
● মূত্রথলির ক্যান্সার
● ক্যান্সার ও চিকিৎসা

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন